www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা
ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২২ বৈশাখ – ২৮ বৈশাখ, ১৪২৪ ঃ ৬ মে – ১২ মে, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 29, 6 May - 12 May, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আদালতের নির্দেশে নারদ কান্ডে চলছে সিবিআই তদন্ত।

ইতিমধ্যে প্রাথমিক চার্জশিটও জমা পড়েছে। এবার এই তদন্তে যুক্ত হল ইডি। শুধু টাকা নেওয়া নয় আয় ব্যয়ের সঙ্গতি নিয়েও শুরু হবে শোরগোল। ইডির হাতে রয়েছে সম্পতি বাজেয়াপ্ত ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিল করার ক্ষমতা।

রবিবার : রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের উপর লেক মলের

কাছে গভীর রাতে মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মডেল মোনিকা সিংহ চৌহানের। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে কাঠগড়ায় বিক্রম। সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন আহত বিক্রম।

সোমবার : ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের চক্র

ভেদ করে নতুন উত্থান আইজল এফসি'র। এবার আইলিগ জিতে রীতিমত চমকে দিয়েছে এই উত্তর পূর্বের এই দলটি। তবে এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে।

মঙ্গলবার : অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কিছুটা হলে শিক্ষক নিয়োগ

হয়েছে প্রাথমিকে। এবার গেরোয় উচ্চমাধ্যমিক। এসএসসির ফল ঘোষণা হলেও পার্শ্ব শিক্ষক সহ নানা মামলার জেরে অনিশ্চয়তা শিক্ষক নিয়োগে।

বুধবার : জম্মু–কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে কৃষ্ণা

ঘাঁটি সেক্টরে মৃত্যু হল ভারতীয় সেনা জওয়ানের। সেনা সৌজন্য জলাঞ্জলি দিয়ে দুই জওয়ানের মুন্ডুচ্ছেদ করেছে পাক সেনারা। অভিযোগ সেনার সঙ্গে এই হত্যাকান্ডে সামিল জঙ্গিরাও।

বৃহস্পতিবার : পুরনো নোটে নানা কৌশলে কালো টাকা জমা

করেছেন ৬০ হাজার জন। তার মধ্যে ১৩০০ জন যথেষ্ট বিপজ্জনক। নজর রাখছে আয়কর দফতর। এছাড়াও বেনামি সম্পত্তিতে যার কালো টাকা ধরে রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে এবার অভিযানে আয়কর দফতর।

শুক্রবার : গরম পড়লে রক্তের জোগান প্রতিবছরই কমে। এবার

তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। হাহাকার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কেরও একই হাল। মানুষ দিশাহার হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পাকিস্তানকে কবে কড়া জবাব দেবে ভারত?

প্রহর গুনছে গোটা দেশবাসী

কুনাল মালিক: আবারও পাক সেনা একটি বর্বরোচিত জঘন্য অমানবিক ঘটনা ঘটালো। গত রবিবার গভীর রাতে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে কৃষ্ণা ঘাটিতে দুই ভারতীয় সেনাকে গুলি করে মেরে পাকিস্তানের সেনা বাহিনী ও লস্কর–ই–তৈবার জঙ্গি বাহিনী তাদের মুন্ডু কেটে নিয়ে চলে গেল। ভারতীয় সেনাবাহিনী সহ গোটা দেশ এই ঘটনায় স্তম্ভিত। মৃত দুই শহিদ জওয়ানরা হলেন সেনাবাহিনীর নায়েব সুবেদার পরমজিৎ সিং ও বিএসএফের হেড কনস্টেবল প্রেম সাগর। দুটি পরিবারের সদস্য সদস্যারা ভেঙে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও প্রেম সাগরের কন্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন তাঁর শহিদ বাবার মৃত্যুর বদলা হিসাবে ৫০ পাক সেনার মুন্ডু চাই। মন্ত্রী অরুণ জেটলি ঘটনার পর বলেছেন দুই জওয়ানের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। সেনাবাহিনীর তরফে পাকিস্তানের ডিজিএমওকে জানানো হয়েছে এই জঘন্য ঘটনাকে বরদাস্ত করছে না ভারত। পাকিস্তান অবশ্য পূর্বের ন্যায় যথারীতি পুরো ঘটনাই অস্বীকার করেছে। গত বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেনাবাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেছেন। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে বিশেষ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর ভারত কড়া প্রত্যাঘাত দিতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। আবার কি বড় কোনও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে চলেছে? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে সকল ভারতবাসী চাইছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এমন কোনও কড়া পদক্ষেপ নিক, যাতে পাকিস্তান কোনও কিছু জঘন্য কাজ করতে গেলে হাজার বার চিন্তা করবে। তবেই শান্তি পাবে শহিদ জওয়ানদের আত্মা।

পাক সেনার জঘন্য কাজের খতিয়ান

১৯৯৯ মে, কার্গিল : যুদ্ধবন্দী সেনা সৌরভ কালিয়ার দেহ ফেরৎ। তাঁর বাবার অভিযোগ ছিল, ছেলের দেহের বহু অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ছিল না। খুবলে নেওয়া হয় চোখও।

২০০৮ জুন, কেল সেক্টর : গোর্খা রাইফেলসের সেনাকে গলা কেটে হত্যা।

২০১১ জুলাই, কুপ ওয়াড়া : দুই ভারতীয় সেনাকে মাথা কেটে হত্যা।

২০১৩ জানুয়ারি, মেনটর সেক্টর : দুই ভারতীয় সেনাকে হত্যা, মুন্ডু কেটে নিয়ে যায়।

২০১৬ অক্টোবর, মাচিল সেক্টর : ভারতীয় সেনাকে হত্যা, দেহ বিকৃত করা হয়।

২০১৬ নভেম্বর মাচিল সেক্টর : তিন সেনা জওয়ানের দেহ বিকৃতি করা হয়।

২০১৭ এপ্রিল, পুঞ্চ সেক্টর : দুই জওয়ানের মুন্ডুচ্ছেদ।

ঐক্যের বার্তা সত্ত্বেও গোষ্ঠীকোন্দল অব্যাহত

ঐক্যের বার্তা দিতে পূজালি এলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের চাঙ্গা করতে ফের আসছেন ৭ মে। –নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূজালি : আগামী ১৪ মে পূজালির পুর নির্বাচনে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল যাতে বিজেপি কিংবা নির্দল প্রার্থীদের সুবিধা করে না দেয়, এই সতর্কবার্তা দিতে গত ১ মে পূজালির রৌদ্রছায়া হলে এক কর্মী সভায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের 'প্রবীন' ও 'নবীন' গোষ্ঠীর সব নেতা কর্মী ও প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন সভায়। অভিষেক সভায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবার উপরে দল, ব্যক্তি নয়। ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ে ১৬টা আসনেই দলকে জেতাতে হবে। তিনি কলকাতায় থাকলেও এলাকার সমস্ত খরব রাখেন বলে জানান। অভিষেক বলেন কয়েকজন নেতা পূজালির শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন, তিনি তা বরদাস্ত করবেন না। বিজেপিকে একটিও ওয়ার্ড ছাড়া যাবে না। এই সভায় পূজালির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফজলুল হক এবং টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমিরুল ইসলাম (খোকন) উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর এই দুই নেতাকে একসঙ্গে বসিয়ে অভিষেক কর্মীদের ঐক্যের বার্তা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে অভিষেকের কড়া বার্তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থীরা তাদের প্রচার বহাল রেখেছে। কোথাও কোথাও অফিসিয়াল তৃণমূল প্রার্থীর থেকে প্রচারে নির্দল প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। এই সব নির্দল প্রার্থীর মাথায় শাসক দলের শীর্ষ নেতাদের আশীর্বাদের হাত রয়েছে বলে খবর। যেমন ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থীরা সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে।

সূত্র মারফৎ জানা গেল এসব খবর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন। আগামী ৭ মে আবার অভিষেক পূজালি আসছেন। ওরিয়েন্ট মোড় থেকে তিনি একটি র‍্যালিতে অংশ নেবেন। বিজেপিও বসে নেই। তারাও শুক্রবার একটি মিছিল করেছে। ৬ মে রথতলায় জনসভা করতে আসছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পূজালির পুর নির্বাচনে অধিকাংশ ওয়ার্ডে ত্রিমুখী লড়াইয়ে তৃণমূল–বিজেপি–নির্দল সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে। কংগ্রেস আর সিপিএম লড়াই থেকে অনেক দূরে।

ভাতা বন্ধের কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় বিপাকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

আজাদ বাউল : দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীর অধ্যুষিত এলাকা যেখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য আর সভ্যতার আলো বহু আলোকবর্ষ দূরে রয়ে গিয়েছে, সেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের ঘাটশিলা শাখা একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উন্নত করতে গড়ে তুলেছিল তাদের সেবাশ্রম। এতো দিন ভালোই চলছিল পিটিজি অর্থাৎ প্রিমিটিভ ট্রাইবাল গ্রুপের ১৭০জন ছাত্রী ও ১০০ জন ছাত্রকে নিয়ে নানারকম ভোকেশনাল ট্রেনিং, মেডিকেল চেকআপ, চোখের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে খাওয়া থাকার যাবতীয় কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গত প্রায় ২ বছর এবাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য আটকে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, নিকটবর্তী স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নোডাল গ্রুপগুলির মাধ্যমে কাজগুলি করা হবে। গভীর সংকটে কেন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত ঘাটশিলার ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এপ্রসঙ্গে ওই শাখার বর্তমান সম্পাদক স্বামী মুক্তাত্মানন্দ মহারাজ প্রতিবেদককে জানান, বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়ে ওই কেন্দ্রের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের খাওয়া থাকা ও তাদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিংয়ের জন্য। কেন্দ্র থেকে ৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া যেত। বাকী অর্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘের মূল কেন্দ্র থেকে পাওয়া যেত। যে এলাকায় ঘাটশিলার এই শাখা সেখানে মানুষজনের পক্ষে ডোনেশন পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয় একমাত্র ভারত সেবাশ্রম সংঘই পিটিজি এলাকায় গিয়ে কাজ করতে পারে কারণ সন্ন্যাসীরা নানা কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত। সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে ওই প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করা কষ্টকর। এরপর পাঁচের পাতায়

যথেচ্ছাচার চলছে হাবড়া হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গুরুত্ব একটু বেশিই। কারণ এটা যে সে হাসপাতাল নয়, খোদ খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের খাস তালুক। তাই জেলার অন্যান্য হাসপাতালগুলির তুলনায় খোল নলচেতে অনেক পরিবর্তন এসেছে হাবড়া হাসপাতালে। হয়েছে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, এসএনসিইউ ওয়ার্ড, বেড়েছে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার কদর রাখতে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক হাবড়া হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নে তৎপর থাকলেও হাসপাতালের একশ্রেণির ডাক্তার, কর্মীদের বিরুদ্ধে কাজে ফাঁকি, অবহেলা, মৌরসিপাট্টা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

বেআইনি জমি লেনদেনে অভিযুক্ত জেশপ কর্তৃপক্ষ

অরিন্দম রায়চৌধুরী: শুধুমাত্র শিল্পের জন্য আহ্বান নয়, পুরনো শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যও মুখ্যমন্ত্রীমমতাবন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট আন্তরিক। আর তাই ঐতিহ্যশালী জেশপের কর্মীদের জন্য তিনি মাসে মাসে ১০ হাজার টাকা করে অনুমোদন করেছেন। কারখানা থেকে যন্ত্রাংশ চুরি থেকে সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো অপরাধে অভিযুক্ত পবন রুইয়া এখন জেলবন্দি আছেন। বিভিন্ন কর ফাঁকি সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়ায় একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা মামলাও করেছে। পবন রুইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির সঠিক ও দ্রুত তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি'কে তদন্তভার দিয়েছেন। জেশপের কর্মীদের জন্য মাসে মাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা চালু করেছেন। এছাড়া জেশপ অধিগ্রহণের জন্য বিধানসভায় একটি বিলও পাশ করিয়ে দেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

এ কোন রাজনীতি!

বাংলার রাজনীতিতে নতুন শক্তির উত্থান গেরুয়া বাহিনীর। একথা যারা ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছেন তারাও বলছেন এ কোন রাজনীতি! এ যেন দুদলের বখরা ভাগের লড়াই। একে অপরকে বিঁধছেন দুর্নীতির তীরে। বিজেপি নেতারা বলছেন তৃণমূলের নেতারা জেলে যাবেন। আর তৃণমূল নেত্রী বলছেন ওদেরও অনেক কেস আছে। তারাও জেলে যাবেন। চুলোয় গিয়েছে বাংলার উন্নয়ন। দীর্ঘ বাম শাসনের খরা কাটিয়ে অনেক লড়াই সংগ্রামের পর পিছিয়ে পড়া বাংলাকে এগিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন আদায় করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি চায় মমতাকে সরিয়ে বাংলার মসনদ। কেন? শুধুমাত্র রাজনৈতিক দখলদারি নাকি উন্নয়নের স্বার্থে? বিজেপি কিন্তু এই প্রশ্নের শত যোজন দূরে। তাদের ভাষণে পরিবর্তনের সরকারের ভুল ত্রুটির বিশ্লেষণ নেই। নেই কোনও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। তবে কি অনুন্নয়ের কোনও ইস্যু নেই বিজেপির কাছে?

অমিত শাহ সেদিন এলেন। বললেন লড়াই মমতার সঙ্গে নয়। লড়াই পিছিয়ে পড়া বাংলার অনুন্নয়ন, গরিবির সঙ্গে। বিজেপির মেজ–সেজ নেতারা কিন্তু অমিতের উল্টোপথেই হাঁটছেন। বাংলার মানুষ লক্ষ্য রাখছেন। দুর্নীতি নিয়ে আকচা–আকচি ছেড়ে উন্নয়নের কথা বলতে হবে। বিজেপি নেতারা সম্ভবত ভুলে গিয়েছেন বাংলা একটি রাজনৈতিক সচেতন রাজ্য। তারা চায় বাংলার অগ্রগমন। বামেদের দলতান্ত্রিক অপশাসনকে ভাঙতে মমতার মতো লড়াই করা নেত্রীকেও অপেক্ষা করতে হয়েছে বহুদিন। বাংলায় বিশ্বাস আদায় করা বড়ই কঠিন। দিল্লির বড় বড় নেতা নেত্রীদের বাদ দিলাম। দিলীপ–রাহুলরা বাংলার সেন্টিমেন্ট বোঝেন। ভাষণের রাজনীতি ছেড়ে বাংলার কৃষি, শিল্প, শিক্ষায় তাদের নীতি কি হবে তা সামনে আনুন। তাই চায় বাংলার মানুষ।

ফ্ল্যাশব্যাকে একটু ফিরে যাই ভরা বাম জমানায়। তখন কার্যত বাংলা ছিল বিরোধী শূন্য। যা কিছু বাম বিরোধিতা বা সিপিএমের কুকীর্তি নিয়ে সোচ্চার হওয়া সব কিছুর একমাত্র ঠিকা যেন নিয়ে নিয়েছিলেন মমতা। এর জন্য অবশ্য লালু–ভুলুর ডান্ডা খাওয়া, মূক–বধির মহিলার সমর্থনে সরব হওয়ার অপরাধে মহাকরণ থেকে চুলের মুঠি ধরে উৎখাত করা, সিঙ্গুরে টাটাদের জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ করায় নিগ্রহের শিকার হওয়া সবধরণের তিরস্কার জুটেছিল মমতার ভাগ্যে। তাও তিনি দমে যান নি। ২০০১–এ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে 'হয় এবার নয় নেভার' স্লোগান তুলেছিলেন। কিন্তু ফায়দা তুলতে পারেন নি। ২০০৪ সালে একমাত্র দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসনটা জিতে 'বুঁদির গড়'–এ একা কুম্ভ হয়ে ছিলেন তিনি। ২০০৬ তে তো বুদ্ধ ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল তাঁর দল তৃণমূল। তাও নিজের ফোকাস থেকে সরেন নি মমতা। অন্ধ সিপিএম বিরোধিতা তাঁর রাজনীতির নির্যাস হলেও বাম জমানার অনুন্নয়ন ও অপশাসনের হাত থেকে রক্ষা পেতে শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষ ঘাসফুলে ভরসা রাখে। রাজ্যপাট বদলাল। এই রাজ্যের মানুষ দীর্ঘমেয়াদে কাউকে ভরসা করে এমন তত্ত্বও উঠে আসে সামনে। এত কিছু সত্ত্বেও বাংলার মাটিতে অপরীক্ষিত বিজেপি ভেবে নেয়, সিপিএমকে যদি মমতা তাড়াতে পারে, তাহলে আমরাই বা কেন ঘাসফুলকে সরিয়ে পদ্মের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারব না কেন। এই ভাবনাটা আবেগের দিক থেকে ঠিকঠাক হলেও এর যুক্তিপূর্ণ অবস্থান খুবই কম। কারণ রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যে কটি নির্বাচন হয়েছে তাতে কিন্তু হাজারো দুর্নীতি মূল এজেন্ডা হলেও শেষ হাসি হেসেছে শাসকদল। পাশাপাশি বিভিন্ন নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে বিজেপি যে বলিয়ান হচ্ছে এমন একটা চিত্রও কিন্তু ফুটে উঠেছে। তাও প্রতিটি নির্বাচনে নিজেদের ভোট আগের থেকে বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল। এমতাবস্থায় তৃণমূলের সঙ্গে প্রকৃত লড়াই যদি করতে হয় তবে চাপানউতোরের রাজনীতি থেকে সরে উন্নয়নকে পাখির চোখ করতে হবে বিজেপি নেতাদের। তবেই বাংলার মাটিতে প্রকৃত অর্থে কঙ্কে জুটবে তাঁদের। এখনও বাংলা অনেক পিছিয়ে। বিজেপি নেতাদের পরিষ্কার করে বলতে হবে বাংলার মানুষের জন্য তাদের দরদ কতটা। বাঙালি দীর্ঘদিন ধরে দলতন্ত্রে মার খাচ্ছে। সিঁদুরে মেঘ দেখলে তারা ভয় পায়। এ ভয় কাটাতে হবে।

তারাপীঠের মহাশ্মশানে এখন কংক্রিটের শহুরে পরিবেশ

সাধু–সন্ন্যাসী–তীর্থযাত্রীদের মন খারাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি , তারাপীঠ : সম্প্রতি বীরভূম জেলার শক্তি সাধনার তীর্থ তারাপীঠে গিয়েছিলাম। বছর খানেক আগে দেখা তারাপীঠকে কিছুতেই যেন চিনতে পারছিলাম না। তারা মার মন্দির ফেলে বাঁদিকে মহাশ্মশানকে আরও অচেনা মনে হল। তারাপীঠের মহাশ্মশানে কংক্রিটের সারিবদ্ধ দোকান, আশ্রম আর বৈদ্যুতিক চুল্লির কংক্রিটের ইমারত, শ্মশান চিরে ঢালাইয়ের রাস্তায় লরি–ট্রাক আর ট্রাক্টরের আনাগোনা শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। যারা মহাশ্মশানে এসে একটু নিরিবিলিতে শিবাভোগতলা কিংবা কোনও গভীর জঙ্গলের ছায়ায় শান্তি খুঁজতেন, তাদের হতাশ হতেই হবে। শ্মশানে নেমেই সামনে হেঁটে গেলে চোখে পড়বে মৃত দেহ সৎকারের কাঠে পোড়ানোর জায়গায় বিশাল বিশাল কংক্রিটের দেওয়াল। তার উল্টোদিকে যাত্রী সাধারণের জন্য পাকাপোক্ত যাত্রীশেড বানানো হয়েছে। ডানদিকে শিবাভোগতলার দিকে হেঁটে গেলে চোখে পড়বে নতুন কংক্রিটের গীতা আশ্রম। যেখানে গৃহী ও সন্ন্যাসী মানুষদের ভিড়। তারপরেই সারিবদ্ধভাবে দোকান ঘর বানানো হচ্ছে। অমাবস্যার সন্ধ্যায় সারা শ্মশান জুড়ে তান্ত্রিক–জ্যোতিষীদের যাগযজ্ঞের আসরে বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই। মহাশ্মশানের সে গা ছমছমে শিহরণ জাগানো ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকেভরা আধি ভৌতিক পরিবেশ উধাও।

বছরখানেক আগেও দেখেছি শ্মশানের গভীরে এক একটা ঝুপড়িতে সন্ন্যাসী–ভৈরবী মায়েরা প্রদীপ জ্বেলে সাধনা করত। সেই সব ঝুপড়িগুলোও লোপাট। সন্ধ্যায় চোখে পড়ল শ্মশানের গভীরে চায়ের–খাবারের স্টলও। আগে এই দৃশ্য দেখা যেত না। কয়েকজন সাধু ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন এই আধুনিক মহাশ্মশান তাদের ভালো লাগছে না। কিন্তু আমাদের কথা কারোর কানে ঢুকছে না। এখন সব ক্ষেত্রেই টাকার খেলা চলছে। মহাশ্মশানে আলাপ হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আগত বিক্রম দাসের সঙ্গে। তিনি জানালেন এই আধুনিক শ্মশান তাঁর ভালো লাগছে না। আশির দশকে এই শ্মশানে ঢুকলে গা ছমছম করত। ধীরে ধীরে শ্মশানের জঙ্গল সাফ হলেও এতটা কংক্রিটের শহুরে পরিবেশ ছিল না। মহাশ্মশানের রহস্যময় পরিবেশ যদি নাই থাকে তাহলে মানুষজন দূরদূরান্ত থেকে তারাপীঠে আসবে কেন?

মন্দিরে প্রবেশের বিভিন্ন রাস্তাতেও দেখলাম টালি বসেছে। মন্দিরের পার্শ্বে নতুন গৃহ নির্মাণ হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা কর্পোরেট ব্যাপার চোখে পড়ল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন নিশ্চয় কাম্য। কিন্তু তারাপীঠের মহাশ্মশানের এই আধুনিকীকরণ অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

এই প্রসঙ্গে তারাপীঠ–রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, দেখুন তারাপীঠ শ্মশানে মানুষের স্বার্থেই বৈদ্যুতিক শবদাহ চুল্লি করা হচ্ছে। বর্ষার সময়ে শ্মশানে জল জমে যায়, মৃতদেহ সৎকার করতে অসুবিধা হয়। যাত্রীশেড করা হয়েছে, সারা বছর যাতে সাধু সন্ন্যাসীরা থাকতে পারেন। শ্মশানে নতুন গাছ বসানোও হয়েছে। সারিবদ্ধ যে দোকান শ্মশানের ধার ঘেঁষে করা হচ্ছে, ওগুলো মন্দিরের রাস্তায় যে দোকানগুলো আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য। মন্দিরের পাশের রাস্তা আরও চওড়া করা হবে। যা করা হচ্ছে সবই তীর্থযাত্রীদের স্বার্থে।

ইতিবাচক বাজারে বেছে নিন সেক্টর

বাজার বাড়ছে, হাতের শেয়ারের দাম বাড়ছে কই, আপশোস ট্রেডারদের

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারের হালহকিকৎ নিয়ে যখনই কোনও আলোচনা হয় তখন আমরা বাজার বাড়া–কমা বা নিফটির ওঠা–নামা নিয়ে আলোচনা করি। এটাই একজন সাধারণ লগ্নিকারী বা ট্রেডারের ধর্ম। সব অর্থনৈতিক বাজারেই এই ধরনের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিফটির এই উত্থান–পতনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বাজারের স্থায়িত্ব বজায় থাকা। অর্থ বাজার স্থিতিশীল থাকলে সকলের লাভ। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা।

এমনিতে পুরনো নোট বাতিলের মাধ্যমে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এক ঢিলে বেশ কতগুলি দুষ্ট পাখিকে মেরে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । যার জাঁতাকলে পড়ে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে কালোবাজারী থেকে অসাধু কারবারের নানা দুষ্টচক্র। ঘটনাচক্রে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন এদেশেরই অনেক মোদি বিরোধী নেতা নেত্রী। এখানেই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। একদিকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুনিপুণভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ কার্যত কথা বলছেন কালো বাজারীদের সুরে। এর ফলে মানুষের মধ্যে খানিকটা হলেও যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে না, তা নয়। তাও মোটের একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের আপামর মানুষের মধ্যে নোট বাতিলের পর মোদির ক্রেজ আরও বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াও মিলছে ষোলোআনা। নোট বাতিলের পর যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে (উপনির্বাচন ও পুর নির্বাচন ইত্যাদি) সেই সব জায়গাতেই বিজেপির পক্ষে ব্যাপক মতদান লক্ষ্য করা গিয়েছে। এতেই প্রমাণ হচ্ছে মোদি–ম্যাজিক নোট বাতিল কান্ডের পর আরও বেড়েছে। নরেন্দ্র মোদির প্রভাব ব্যালট বক্সে ভালোমতো পড়তে শুরু করেছেন। সবথেকে বড় কথা উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে নিরঙ্কুশ জয়ে পেয়েছে তা যেন ২০১৪–র দিল্লি বিজয়ের ফ্ল্যাশ ব্যাক। এর জেরে সূচক এক লাফে একেবারে মগডালে চড়ে গিয়েছে।

অনেক কিছু রসদ নিয়ে ২০১৭ এর

অর্থনীতি

ইনিংস শুরু হয়েছে। যার মধ্যে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হতে চলল। শেয়ার বিশেষজ্ঞদের আশা বছরের শেষ লগ্নে এসে এর ফলাফল ভরে দেবে নিফটি ও সেনসেক্সের ঝুলি। এভাবেই নয়া বছরে অনেক সম্ভাবনা দানা বাঁধবে। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করবে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের বাৎসরিক ফলাফল খুব তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে।

ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে। তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক। প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে যাতে এই বিনিয়োগ হয় সেদিকে নজর রেখে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির পথ আরও সুগম করতে চাইছে ভারত সরকার। এমনিতে বিজ্ঞাপনে একটা ভাষা প্রায়ই আমাদের কানে বাজে, 'মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ'। এই ঝুঁকির জায়গাটা যতটা সম্ভব সরল করার চেষ্টাও রয়েছে সরকারের পরিকল্পনায়। তবে শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণ নয়, সাধারণ মানুষ যাতে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শেয়ার বাজারে সামিল হতে পারে তারও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সরকারের। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে সাধারণ ভারতবাসীকে 'শেয়ার শিক্ষিত' করে তোলার অভিযান নেওয়া যেতেই পারে। অর্থনীতির কচকচি যাদের খুব জটিল বলে মনে হয় সরকার যদি এইন ধরণের উদ্যোগ নেয় তবে অনেকটাই সাবলীল হয়ে উঠতে পারে মানুষের ধারণা। আসল কথা হল যে বাজারে আমি টাকা খাটাচ্ছি সেই পুঁজিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর ওর কথা শুনে শেয়ার বাজারে কেনাকাটা করা মোটেই উচিত নয়, বরং নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে বাজারে আসা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের শেয়ার বাজার কেন, দুনিয়ার যে কোনও অর্থ বাজার আসলে সমুদ্রের মতো। এই শেয়ার সমুদ্র কখনই আপনার সব সম্পদ কেড়েকুড়ে নেবে না, বরং অনেক কিছু আবার ফিরেও দিয়ে যাবে। তাছাড়া চক্রাকারে বাজার যে এগোয় তাও কিন্তু খুব সত্যি কথা। এই যেমন একসময় ভারতের শেয়ার বাজারে রিয়েলিটি শেয়ারের ব্যপক রমরমা দেখা গিয়েছিল। এর পর আবার দেখা গেল তার জমানার অবসান ঘটেছে।

তারপর ওষুধ ও তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারের রমরমা বেশ কিছুদিন প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের শেয়ার বাজার। এখন সেখানে ভাঁটা। এর জায়গা পূরণ করছে গাড়ি ও এর অনুসারি শিল্প, ব্যাঙ্ক ও নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্র। আর বহুদিন নিচে পড়ে থাকার পর এখন রীতিমতো সতেজ হয়ে উঠেছে মেটাল বা ধাতু সংক্রান্ত সেক্টর। এদের বেশ কিছু শেয়ার যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে আগামীতে ধাতুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হবে বড় ধরনের র‍্যালি।

যদিও শেয়ার বাজারের যেমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, তেমনই এই বাজার কখনই কারও হাতের মুঠোয় চলে এসেছে এমন দাবি বোধহয় করতে পারেন না বিশেষজ্ঞরাও। অনেক সময়ই দেখা যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক, আর বাজার এগোচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এক্ষেত্রে বাজারের চরিত্র বোঝা সত্যি দায়। এতটা অনিশ্চয়তা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নেই। শেয়ার বাজার কোন খবরকে ইতিবাচক ধরে এগোবে, আর কোন খবরকে ঘিরে স্পর্শকাতর হয়ে পিছুটান মারবে তা বুঝতে দুনিয়ার যে কোনও বিশেষজ্ঞই হিমশিম খাবেন। আসলে এই বাজারের চরিত্রই এটা। এতটাই স্বাধীনচেতা এই বাজারের যাবতীয় চালচলন, যে কোন জায়গা থেকে বাজার কোন দিকে বাঁক নেবে তা আগাম জানা যায় না। তাহলে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মে উঠে আসতে পারে। সেটা হল, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানে বসে, বা শুধুমাত্র শেয়ার ও অর্থনীতির চ্যানেলে বসে যাঁরা বাজারের ওপরে যাওয়া কিংবা পড়ে যাওয়া নিয়ে বড় বড় 'লেকচার' দেন তারা কোন জায়গা থেকে এই স্পর্ধা পান। 'স্পর্ধা' শব্দটা এজন্যই ব্যবহার করা যে শেয়ার বাজার এমন একটা বিষয় যে এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে যাওয়া একরকম ধৃষ্টতাই বটে। তাও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে যাঁরা এই বাজারে সবে পা রাখছেন বা একান্তই যাঁরা নবীশ তাঁদের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। এঁদের জন্য প্রধান পরামর্শ কখনও ফাটকা খেলবেন না। আর মার্কেট শুরুর পর 'স্ক্রিন রিডিং' শেখা বিশেষ জরুরি নতুনদের জন্য। এটা যেদিন আয়ত্তে আসবে তারপর থেকে একটু আধটু ফাটকায় মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণে ২৪৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : অফিস এক্সিকিউটিভ পদে ২৪৭ জনকে নিয়োগ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। নিয়োগ হবে ক্লাস থ্রি (নন–টেকনিক্যাল) ক্যাটেগরিতে। ১ বছরের প্রবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : MPP/2017/04.

শূন্যপদের বিবরণ : ২৪৭টি (সাধারণ ১১৬, তফসিলি জাতি ৫৩, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি–এ ২৪, ওবিসি–বি ১৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৯, প্রাক্তন সমরকর্মী ১৩)। এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি সেল (ডিরেক্টোরেট অব এমপ্লয়মেন্ট)–এর কাছ থেকে নাম চাওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সেইসঙ্গে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি (পূর্বতন ডোয়েক) থেকে কম্পিউটারের 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট কোর্স পাশ অথবা পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন বা স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন বা স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্বারা স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১ বছরের কোর্স অথবা মডার্ন অফিস প্র্যাক্টিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ১ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ।

অথবা রিজিওনাল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (বেসিক বা অ্যাডভান্স স্কিল) বা সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিসেস (বেসিক বা অ্যাডভান্স স্কিল) কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসেবে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড প্রোগ্রামিং এবং কম্পিউটার অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স অথবা আইটি এনাবেলড সার্ভিসেস এবং কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড প্রোগ্রামিং পড়ে থাকতে হবে। অথবা ৫০ শতাংশ নম্বর সহ

কাজের খবর

বিবিএ বা বিসিএ অথবা স্ট্যাটিস্টিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স সহ স্নাতক। অথবা যে কোনও শাখায় ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, স্নাতক স্তরে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা যে কোনও শাখায় ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে এমসিএ।

সব ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে, স্নাতকে ৫০ শতাংশ নম্বর না থাকলেও চলবে।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৬,৩০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১৮ জুন। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (১৫ নম্বর), রিজনিং (১৫ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (২০ নম্বর), ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন (২০ নম্বর), ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড ডেটা সাফিশিয়েন্সি (২০ নম্বর), এবং এম এস অফিস–সহ কম্পিউটার অ্যাওয়্যারনেস (১০ নম্বর) বিষয়ে। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট ২০ নম্বরের। সময়সীমা ৩০ মিনিট। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মে।

ফি বাবদ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে দিতে হবে ৩০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের কপিতে ট্রানজ্যাকশন আইডি এবং এসওএলআইডি আছে কিনা দেখে নেবেন। চালানের তথ্যগুলি অনলাইন আবেদনের সময় প্রয়োজন হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৬৫×১২৫ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদন সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার দুদিন পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্ট আউট দিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০৭৩৩৮৮৯১৪৫৪। ই–মেল : wbsedcltechqueries@gmail.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ মে – ১২ মে, ২০১৭

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

শব্দবার্তা ২৯

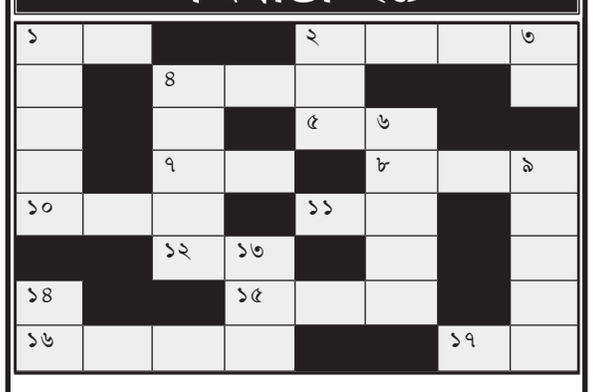

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা ২। অগভীর, যৎসামান্য ৪। গাছের নতুন পাতা ৫। নাপিত ৭। ব্যবসায়ীর দফতর ৮। ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন ১০। ফুল বিশেষ ১১। প্রিয় ব্যক্তি ১২। স্বাদ ১৫। ইসলামি রীতির প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬। দিদি বা বোনের ছেলে। ১৭ উপদেশ, পরামর্শ।

উপর–নীচ

১। শাস্ত্রীয় রীতিসম্মত ২। চিন্তা, বিবেচনা ৩। — সাবধান ৪। ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ৬। আমূল পরিবর্তন ৯। রাজ্যশাসন প্রণালী ১৩। কাল, ফুরসত ১৪। ফিজির রাজধানীতে রবীন্দ্রগল্প।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৮

পাশাপাশি : ১। গঞ্জিকা ৪। রোজ ৬। তাতারসি ৮। গুনিন ১০। জিয়ারত ১২। সিদ্ধবিদ্যা ১৪। আসব ১৬। রিমঝিম ১৮। লীঢ় ১৯। দম্ভোলি।
উপর–নীচ : ১। গসাগু ২। কাতান ৩। কোর ৫। জনস্রোত ৭। সিন্ধিয়া ৯। নিবদ্ধ ১১। রভস ১২। সিনীবালী ১৩। বিজুরি ১৪। আমদ ১৫। বদলি ১৭। মন্দা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সোনার দোকানে ডাকাতির মূল পান্ডা ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ দিনের মাথায় গ্রেফতার করা হল সিউড়ি সোনার দোকানের ডাকাতির মূল পান্ডাকে। ধৃতের নাম সমীর শেখ ওরফে হাসান শেখ ওরফে চিকনা শেখ। বাড়ি ঝাড়খন্ডের বারহাড়োয়া থানার মথুরাপুর গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে ২ কেজি সোনা, হিরে উদ্ধার হয়েছে। আরেকটি বাড়ি আছে মালদা জেলার ইংরেজবাজারে। গয়নাগুলি কলকাতায় বিক্রি করতে যাওয়ার সময় পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৭ এপ্রিল রাতে

রামপুরহাট ১৩ নং ওয়ার্ডের স্লিপার কারখানার ঝোপ থেকে গ্রেফতার করে সমীরকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৩ এপ্রিল গভীর রাতে সিউড়ি বোলপুর রাস্তার পাশে পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে। শোরুমের শৌচাগারের প্লাস্টার করা না ৫ ইঞ্চি দেওয়ালের সিধ কেটে ডাকাতি করে নিয়ে যায় সোনা, হিরে মিলে কয়েক কোটি টাকার অলঙ্কার। ৫ এপ্রিল সিউড়িতে তদন্তে আসেন বর্ধমান রেঞ্জের আইজি রাজেশ সিংহ। লজের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সন্দেহভাজনদের স্কেচ আঁকে পুলিশ। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার জানান, ৪ এপ্রিল সিউড়িতে ডাকাতির ঘটনায় ৮ জন দুস্কৃতী জড়িত ছিল। হাওড়া থেকে গ্যাস কাটার কেনে তারা। ওই দোকানের দুই কর্মী তা সিউড়ি পৌঁছে দেয়। ডাকাতির পর ভোরে বাস ধরে যায় রামপুরহাট। সেখান থেকে ট্রেন ধরে সাহেবগঞ্জ। বাকিদের খোঁজা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে ঝাড়ুদার নিয়োগ ঘিরে উত্তপ্ত বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ে ঝাড়ুদার নিয়োগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বীরভূম জেলার বিদ্যালয়গুলি। 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্পে' বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অস্থায়ী ঝাড়ুদার নিয়োগ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্য ওই পদে দুই জনকে নিয়োগ করতে পারবে। প্রধান নিজের পছন্দ মতো নিয়োগ করেছে এই অভিযোগে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে ময়ূরেশ্বর –১ নং ব্লকের হাজরাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভুরকুনা পঞ্চায়েতের পানুড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লক্ষণডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২৭ এপ্রিল লক্ষণডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। হাজরাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তালাবন্দি করে রাখে ওই গ্রামের বাসিন্দারা।

ভিন রাজ্য থেকে উদ্ধার মহিলা, গ্রেফতার ১

অজানা মহিলার দেহ উদ্ধার

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুক্রবার রাতে সুন্দরবনের ক্যানিং থানার এসআই সামায়ন বাসার নেতৃত্বে পুলিশ টিম হানা দিয়ে নারী পাচার চক্রের পান্ডাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। ধৃত পান্ডার নাম আবদুল হক খান। কিছুদিন আগে এসআই সামায়ন বাসার নেতৃত্বে পুলিশ মইদুল শেখ ও অরেফ হালদারকে গ্রেফতার করে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার তালদি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তালাদি এলাকায় বাসিন্দা এক নাবালিকা ও বাসন্তীর ভাঙনখালির এক যুবতী মেয়ে তালদি অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে থাকত। এই নাবালিকা ও যুবতী মেয়েকে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার বাসিন্দা মইদুল শেখ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গুজরাটের আমেদাবাদে নিয়ে চলে যায়। সেখানে তাদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করাতো এমনই অভিযোগ পাচার হওয়া পরিবারের সদস্যদের। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ক্যানিং থাকার

পুলিশের গাড়িতে ধৃত পাচারকারী

এসআই সামায়ন বাসার নেতৃত্বে উদ্ধার হয় ভিন রাজ্যের পাচার হওয়া নাবালিকা ও যুবতী মেয়ে। এই ঘটনায় এসআই সামায়ন বাসারের নেতৃত্বে পুলিশ টিম হানা দিয়ে হাড়োয়া থেকে মইদুল শেখ এবং জীবনতলা থেকে আরেফ হালদারকে গ্রেফতার করে। আর এদিন রাতে পাচার চক্রের পান্ডা আবদুল হক খানকে তালাদি থেকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি এদিন রাতে ক্যানিং থানার এসআই রমেশ চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পুলিশ টিম পাচার হওয়া আর এক যুবতী মেয়েকে উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ২০১৬–১৭ সালে এই জেলায় পাচার হওয়া ২২ জন মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ। ফলে আর ৩ জন উদ্ধার হওয়ায় সংখ্যা দাঁড়াল ২৫ জন। পুলিশ জানান নারীপাচার চক্রের এক পান্ডাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযোগের ভিত্তিতে। এর আগে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত আবদুল হক খানকে শনিবার দুপুরে আলিপুর কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত বাকি ২ জন বিচারকের নির্দেশে জেল হেফাজতে আছে। এছাড়া উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা থেকে এক যুবতী মেয়েকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত চলছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ এপ্রিল সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার আমতলা এলাকায় চক এনায়েত নগরের ক্ষীরপুর গ্রামের খালের পাড় থেকে বছর ৩৫–এর বস্ত্রহীন এক মহিলার দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। মৃত মহিলাটিকে এখনও সনাক্ত করা যায় নি। আমতলা নাগরিক কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দে বলেন, বিষ্ণুপুর এলাকায় একই মাসে ২১ দিনের ব্যবধানে যেভাবে পরপর দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, এতে এলাকার মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যার পরে কেউ আর বাইরে বেরতে সাহস পাচ্ছেন না।

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিত দাস বলেন, তৃণমূলের শাসনকালে বিষ্ণুপুর এলাকায় গণধর্ষণ আর খুন বেড়েই চলেছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় তিনি এতে তৃণমূলের মদত আছে বলে মনে করছে।

অবশ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, দুই মহিলার এইরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু সত্যিই খুব মর্মান্তিক ঘটনা, দোষীরা যাতে শাস্তি পায় এই বিষয়ে তারা দৃষ্টি রাখবেন।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে বাইরে থেকে প্রলোভন দেখিয়ে বিষ্ণুপুর ক্ষীরপুর গ্রামে ওই নির্জন স্থানে এনে গণধর্ষণ করে তাতে বাধা দিলে, তাকে মারধর ও শ্বাসরোধ করে খুন করে। পরে তথ্য লোপাটের জন্য পানাভর্তি পুকুরে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ময়না তদন্তের পর খুনের আসল সত্য প্রকাশ পাবে।

দুটি রাস্তা পাকা হচ্ছে ক্যানিংয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : গত ৩০ এপ্রিল দুপুরে ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ এবং দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দুইটি কংক্রিটের পাকা ঢালাই রাস্তা তৈরির শুভ সূচনা করেন বিডিও কিংশুক চন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস প্রমুখ ব্যক্তিরা। শৈবালবাবু বলেন, ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় করে সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে জয়দেবপল্লি রবীন্দ্র সংঘ থেকে অবণী সমাদ্দারের বাড়ি ভায়া বিডিও অফিস পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫৯২ মিটার ক্রংক্রিটের পাকা ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হবে। এছাড়া ১০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা দিয়ে গান্ধি কলোনির দুলাল মন্ডলের বাড়ি থেকে গোপাল মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত ২৯০ মিটার রাস্তাটিও তৈরি হবে। রাস্তা ২টি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে বর্ষার আগে উপকৃত হবেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। পরেশরামবাবু বলেন, সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। রাজ্যের বৃহত্তম ও আধুনিক ক্যানিং গোলকুঠি বাস টার্মিনালের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এখান থেকে শুধু জেলা বা রাজ্য নয় বাইরের রাজ্যের বাসও ছাড়বে। এছাড়াও কাজ চলছে আন্তর্জাতিক সুইমিং পুলের। ক্যানিং স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আগামী দিনে ক্যানিং এক উন্নত শহরে পরিণত হবে।

যত কাণ্ড বাসন্তীর কলাহাজরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার গভীর রাতে প্রায় ১৫ জনের দুষ্কৃতীদল আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে জখম হয় হাসানারা সরকার নামে এক ছাত্রী। বর্তমানে সে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার কলা হাজরা সরকার পাড়া গ্রামে।

বাবা হাসেম আলি সরকার কলকাতায় রিক্সা চালায়। হাসানারা ফুলমালঞ্চ ঋষি ভকত হাই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। স্ত্রী মোমেনা সরকার এবং চার ছেলে মেয়ে নিয়ে হাসেমের সংসার। মেয়ে হাসানারাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার স্বপ্ন হাসেমের। তাই অনেক কষ্ট করছে সে।

আশা মেয়ে শিক্ষিত হয়ে হাল ধরবে পরিবারের। অভিযোগে প্রকাশ, রাতে হাসানারা বাইরে বাথরুম করতে বের হলে হঠাৎই প্রায় ১৫ জনের দুষ্কৃতীর দল তার বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার হাতে কোপ মারে। সে চিৎকার করে উঠলে স্থানীয় মানুষজন টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা ছাত্রীকে ফেলে চম্পট দেয়। এ বিষয়ে জখম ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা ৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। বাকীদের চিনতে পারেনি। দুটি ঘটনায় কলাহাজরা গ্রামে নেমেছে আতঙ্কের অন্ধকার। দুষ্কৃতীদের ভয়ে দিনের আলো নিভে যেতেই কেউ আর বাইরে বের হতে চাইছেন না। সকলেই নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে।

মহানগরে

মদমুক্ত রাজ্যের দাবিতে জনতা দলের (ইউ) র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : গত ১ মে জনতা দল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মদমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার দাবিতে একটি র‍্যালি সংগঠিত হল। র‍্যালিতে অংশ নেন সর্বভারতীয় জনতা দল ইউনাইটেডের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ গুলাম রসুল বালিয়াতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটির কনভেনর অশোক দাস, সুভাষ সিং, প্রেম চৌধুরী, রাজকুমার পাশোয়ান, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল মাইতি, বাপি খাঁ, বাদশা আলম মোল্লা, নুরুল হুদা প্রমুখ। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশকুমার মদমুক্ত বিহার করেছেন। তার ফলে বিহারবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কনভেনর অশোক দাস, এ রাজ্যে জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত কিভাবে মদ মুক্ত করা যায় তার ব্যাখ্যা করেন।

কলেজ আছে ছাত্রী নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাত্রী–আবাস বাদে সব, হ্যাঁ, সব আছে। শিক্ষিকা, কী বলেন কী? প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, বেথুন কলেজ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের মতো খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতষ্ঠান থেকে আসা শিক্ষিকা আছে। অধ্যক্ষা আছে। আর বিষয়, ১৮টি বিষয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে ১১টি গবেষণাগার নির্ভর। যুগোপযোগী গবেষণাগার আছে। গ্রন্থাগার আছে। সুন্দর পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা আছে। আর ভবন। আছে সুবৃহদায়তন ঝাঁ চকচকে দ্বিতল ভবন। আছে বিশাল পরিসরের খেলার মাঠ। আর নিরাপত্তা এখানে আছে আঁটোসাঁটো। তা সত্ত্বেও তেমন সংখ্যায় ছাত্রী পাচ্ছে না। ২০১৫–র ১৬ জুলাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চালু হওয়া আলিপুরের ২০বি, জার্জেস কোর্ট রোডস্থিত 'সিস্টার নিবেদিতা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর গার্লস' (হেস্টিংস হাউস)।

যুব ও ক্রীড়া দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় গোয়েল অনুর্ধ ১৭–র বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করছেন সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। – পিআইবি

অবাধে দেদার বিকোচ্ছে নোংরা বরফের লস্যি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বহুদিন পরে কলকাতা কর্পোরেশন রাস্তায় নেমে ধড়পাকড় করল ঠান্ডা পানীয় কারবারীদের। এরা বড় বড় বরফের ব্লক কিনে এনে তাকে টুকরো টুকরো করে গ্লাসে দিয়ে লাল নীল সরবত মিশিয়ে ক্রেতাদের বিক্রি করছে। শুধু তাই নয়, গরমে সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হল লস্যি। ঠিক একই রকম ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বহু দিন ধরে চলছে এই ধরনের লস্যি বিক্রি। সোনারপুর, বারুইপুর ও জয়নগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় লস্যির রমরমা বাজার। কেউ কিছু বলার নেই। বাজারের মাছ ব্যাবসায়ীরা বরফের ব্লক এনে টুকরো করে মাছের উপর ঢেলে দেয়। আবার সেই বরফের চাই ভেঙে সরবত ও লস্যির গ্লাসে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা কর্পোরেশন নির্দেশ দিয়েছে যে বরফের কিউব ব্যবহার করতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশির ভাগ বরফ কলগুলোতে পুকুরের নোংরা জল দিয়ে বরফ তৈরি হয়।

লাইসেন্স প্রাপ্ত বরফ কোম্পানিগুলির বরফের দাম বেশি। ফলে বাজারের বরফ দিয়ে চলছে লাগাতার লস্যি বিক্রি। রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বলেন, এই ধরনের নির্দেশ এখনও এখানে আসেনি। ডি এম ওর কাছ থেকে নির্দেশ আসলে তখন আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেব। পল্লববাবু বলেন, এখনো পর্য্যন্ত ওই লস্যি খেয়ে কারো শরীর খারাপ হয় নি। তাই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন হল বহু দিন ধরে স্টেশনে স্টেশনে ও ট্রেনে বিক্রি হচ্ছে ফটাস জল। সেটাও তো খেয়ে কারো শরীর খারাপ হয়নি। সেটাও নোংরা জল দিয়ে তৈরি হয়। তাহলে কেন বন্ধ করে দিল সরকার? যদিও এখনও বাজারে লুকিয়ে চুরিয়ে চলছে ফটাস জলের কারখানা। কলকাতা কর্পোরেশন যখন রাস্তায় নেমে নোংরা জলের বরফ

দিয়ে তৈরি ঠান্ডা পানীয় বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছে তখন দক্ষিন ২৪ পরগনায় শহরতলি জুড়ে ঢিলেঢালা মনোভাব। ভাবটা এমন যতক্ষণ না দুর্ঘটনা মৃত্যু ঘটছে ততক্ষণ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অর্থাৎ পুরসভাগুলি অপেক্ষা করছে নোংরা পানীয় খেয়ে অসুস্থতার জন্য।

নির্মলের কলমে বাম আন্দোলনের আলোয় বেহালা

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : কর্মবহুল, ঘটনাপূর্ণ একটি সত্যাসৃত জীবন হল বেহালা সরসুনার বাসিন্দা নির্মল মুখোপাধ্যায়। আদতে সরসুনার বাসিন্দা হলেও জন্ম উত্তর হাওড়ার বালির মাতুলালয়ে ১৯৩৬–এর ৮ এপ্রিল। পূর্ব–পশ্চিম বেহালা অঞ্চলের বাম রাজনীতিকদের মধ্যে ইনি প্রবীণতম। দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে তিনি এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের সুখ দুঃখ ঘাত–প্রতিঘাতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রূপান্তরিত বেহালার ক্রমবিবর্তনের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ও কারিগর হলেন নির্মল মুখোপাধ্যায়। এই স্বনামধন্য মানুষটির স্মৃতিচারণ নির্ভর জীবনী গ্রন্থ হল 'বাম আন্দোলনের আলোয় বেহালা'। এই ত্রিমাত্রিক ১৫২ পাতার গ্রন্থে রয়েছে বাংলার বাম আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বেহালার উজ্জ্বল রূপ। বাম রাজনীতির সৃজনশীল আবহে গড়ে ওঠা এতদঞ্চলের উন্নয়নের রূপরেখা ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার আগে পরে তার ব্যক্তিগত জীবনের কথাকলি। ইতিহাসশ্রয়ী এই গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রন্থ রচনায় সম্পাদনার কাজটি করেছেন অধ্যাপক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। গত ২৫ এপ্রিল বেহালার অত্যাধুনিক শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে সারস্বত সন্ধ্যায় নির্মল মুখোপাধ্যায় রচিত স্থানীয় ইতিহাস ও দলিল বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে কলকাতা মহানগরের বেশ কিছু স্বনামধন্যের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। গ্রন্থের উদ্বোধক রূপে বিশিষ্ট ভাষাবিদ প্রাক্তন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রাক্তন অধ্যাপক ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় প্রাক্তন শিক্ষক বেহালার প্রবীনতম রাজনীতিবিদ ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনবিদ কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সাহিত্য অকাদেমির প্রাক্তন পূর্বাঞ্চলীয় সচিব সাহিত্যিক ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৪২–এর ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বেহালাস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার নির্মল মুখোপাধ্যায় সূচকভাষণে বলেন, আমার দীর্ঘ ৫৫ বছরের একমাত্র বাম রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে একটি গ্রন্থ রচনার দুঃসাহস পোষণ করতে শুরু করেছিলাম। আজ ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তার প্রকাশ হল। বিশিষ্ট অতিথিদের শুভেচ্ছা ভাষণে ১৪ নম্বরে বরো কমিটি বর্তমান অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, বেহালায় বাম আন্দোলন অনেক সংগঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান অন্যতর আন্দোলনের আলোতে বেহালাকে আপনি দেখুন, এবং পরবর্তী কোনও লেখায় সে বিষয়ে আসুন এবং একটু লিখুন। তিনি বলেন, আমি নির্মলের গুণমুগ্ধ। ওর দৃষ্টিভঙ্গিটা স্বচ্ছ। সাহিত্যিক ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বইটির প্রতিটি পাতা বেহালার ইতিহাসের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িত । বইতে খুব পরিষ্কার করে একটা 'রোড ম্যাপ' রয়েছে যার থেকে পাওয়া যায় কীভাবে বেহালাতে পৌঁছোব, কীভাবে বেহলার অতীতে পৌঁছোব, যে বর্তমনের মধ্যে আমরা আছি তার অনেক উপাদানের হদিশ। বেহালায় কিন্তু অন্য একরকমের মাত্রা রয়েছে। বইটি হল আপনাদের এগিয়ে চলার ইতিহাস। আর এগিয়ে চলার রাস্তাটা আমাদের চিনিয়ে দেবে এই বইটি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৬ মে – ১২ মে, ২০১৭

বুদ্ধিজীবীদের সে কাল, একাল এবং আগামী কাল

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক ঢাক গুড়গুড় শুরু হয়েছে। বিজেপির পাল্টা তৃণমূল বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাঁরা আজ ছিলেন লাল কাল হলেন সবুজ পরশু হবেন গেরুয়া এবং তার পরেও রঙ বদলের দোল খেলায় যারা পটু তারাই হয়তো বা একালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। বহু পূর্বেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' সম্প্রদায় সম্পর্কে এমনই ভাবনার চিত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শুধু দিনটা পাল্টে গিয়েছে, পাল্টায়নি সময়ের ভাবনা। রাজনীতিকজীবীরাই আজকের দিনে বুদ্ধিজীবী মহলে সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। চাণক্য বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আজকের নিরিখে তা অচল। আজকের ঐতিহাসিক থেকে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী সবার কাছে বুদ্ধিজীবীর তালিকায় মূলত তারাই থাকেন যাঁরা নানা বিষয়ে একটু নামডাক করেছেন। সে খেলোয়াড় থেকে অভিনেতা কিংবা গায়ক থেকে ডাকসাইটের যে কোনও ক্ষেত্রের সংগঠক। অথচ সমাজের জীবন জীবিকার তাগিদে প্রত্যেকেই মগজ ব্যবহার করছেন। এমনকী ছোটো থেকে জাতীয় স্তরের যেকোনও তস্করও বুদ্ধি ভাঙিয়েই এগিয়ে চলেন। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের মতাদর্শগত দিক দিয়ে মূলত তিনটি সম্প্রদায়ভুক্ত। 'নেহেরু–গান্ধি', 'মার্কস–মাও', 'প্যাটেল–শ্যামাপ্রসাদ' পন্থী দলগুলি তাদের এই তথাকথিত স্বীকৃত মনীষী ও আদর্শের বাইরে আর কারও অবদান, আত্মত্যাগ এবং ইতিহাস স্বীকার করেন না। তাঁদের অনুগত 'বুদ্ধিজীবী'রাও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার মতোই গোঁড়া গোলামীতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। কারণ পদ ও সেবায় ঘাটতি হতে পারে। এই সব হিসেবি বুদ্ধিজীবী, বিদ্যান, বিদ্বজন, সুশীল সমাজ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দলীয় সাংস্কৃতি, শিক্ষা, রুচি ও ঐতিহ্যের ঢাক বাজিয়ে থাকেন। নেপথ্যে থেকে যায় দেশের প্রকৃত ত্যাগব্রতীদের ইতিহাস। ভাগ্যিশ বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও বিপ্লব বাউল রবি ঠাকুরকে দেশ ভাগের যন্ত্রণার শরীক হতে হয়নি। সমর্থন করতে হয়নি বর্তমান কালের কোনও প্রথম সারির রাজনৈতিক দলকে। তাই সব দলই বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মধ্যেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন এবং পারিষদ বর্গের কাছে এমন বার্তা দিতে চান যেন তাঁরা 'আমাদেরই লোক'। ভোট ময়দানে যুযুধান সব পক্ষই ভোট ভিক্ষায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন বুদ্ধিজীবীর তকমা আঁটা ভোট প্রার্থীরা সমস্ত নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠেন এক একজন খাঁটি রাজনীতিক। বিগত নির্বাচনগুলিতে এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের। আস্থা কমেছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর। তবুও রাজনীতিকরা শো–কেস সাজানোর মতোই তাদের দলে 'বুদ্ধিজীবীদের' আশ্রয় প্রশ্রয় ও ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরাও অক্লেশে ব্যবহৃত হতে পছন্দ করেন। এটাই এদেশের ভবিতব্য ও দুর্ভাগ্য।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আসিবামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার যে ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো

তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনি সংযমের রহস্য বুঝিয়াছেন–আত্মসংযম করিয়াছেন। যানবাহন মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ। যদি এই অবস্থা লাভ করিতে পার, তবেই কর্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হইলে।

কিন্তু আমাদিগকে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ, কিন্তু অধ্যবসায় প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে।

অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমরা সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা সেই অবস্থা লাভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

ফেসবুক বার্তা

কলকাতার সেই আকর্ষণ নস্টালজিক দোতলা বাস পুরনো স্মৃতি ফেসবুকের পাতায়। আবার পথে এর দেখা মিলবে কী?

তপোবনের তপ–ধন বিতরণ করে গেলেন ঠাকুর কবি

নির্মল গোস্বামী

১৪২৪ এর নববর্ষের হাত ধরে আবার একটা ২৫শে বৈশাখ এসে পড়ল। কবি স্মরণ–মনন উৎসব। নাচে–গানে–আবৃত্তিতে পাঠে উৎসবের উপাচারের ডালি জানি উপচে পড়বে। এতোটুকু অযত্ন প্রয়াস হয়তো বা কোথাও চোখে পড়বে না। ২৫ বৈশাখ বাঙালির একটি জাতীয় উৎসবের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। তিনি কত বড় মাপের কবি তার বিচার করা বাতুলতা মাত্র। তবে এইটুকু বলা যায় যে সারা ভারতবাসী যে তিনজন বাঙালির পরিচয়ে পরিচিত হতে পারলে গর্ব অনুভব করে, সেই তিনজনের একজন বাঙালি হলেন ২৫শে বৈশাখের কবি। একটা শ্রেষ্ঠ জাতির শৌর্য্য–বীর্য্য–ললিত কলা আধ্যাত্ম ভাবনার পরিমন্ডল কেমন হওয়া উচিত তা এই দিনজন বাঙালির কর্মে ও জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে প্রতিহত হয়েছে। একজন কবি, একজন সন্ন্যাসী, আর একজন নির্ভিক বিপ্লবী। রবি–নরেন–সুভাষ। এই আমারে হিরে–মণি–মানিক। এই বাঙালি রত্ন ভান্ডারের অন্যতম অমূল্য ধন হল আমারে রবি ঠাকুর।

রবিঠাকুরকে বুঝতে হলে আমাদের একটু পিছন ফিরে চাইতে হবে। ইতিহাসের ওপারে ভারতীয় সমাজ ছিল কাব্য শাসিত। ভারতের ইতিহাসে তাই মহাকাব্যের যুগ উল্লেখিত হয়েছে। অতি কবি বাল্মীকি ছিলেন ঋষি। সাধন লব্ধ ধন তিনি কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। তাই কাব্যের সত্যকেই জীবনের সত্য বলে ভারতীয়রা সমাজ জীবনে মান্যতা দিয়ে এসেছে। আবার কথিত আছে রামের জন্মের ৬০ হাজার বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এবং যা লেখা ছিল রাম জন্মে তাই করছে। সেই থেকেই বোধহয় কবি ত্রিকালদর্শী এবং সত্যদ্রষ্টা এই ধারণার জন্ম হয়েছে ভারতীয়দের মনে। এরপর এলো মহাকবি ব্যাস। ইনি ঋষি, সত্যদ্রষ্টা। তাই তাঁর মহাভারত মহাকাব্যে ধ্বনিত হল মানব জীবনের সারসত্য গীতা। যা ৫৫০০ বছর ধরে চর্চিত হয়ে আসছে এবং আজও কার্যকরী প্রত্যেকের জীবনে।

আবার বেদের যুগে বৈদিক মুনি ঋষিরা যে সব স্ত্রোত্র রচনা করেছেন জীবন ও জগতের সত্যকে নিয়ে তা সুরে ছন্দে তৎকালে গীত হত। যাকে বেদ গান বলা হয়। সুতরাং বেদের শ্লোক ও কাব্য এবং তার রচয়িতা হলেন কবি। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভারতীয় সমাজ গঠন, নরনারীর সম্পর্ক, ন্যায় অন্যায় বোধ, পাপ পূণ্যের ধারণা এমন কি মুক্তির উপায় টুকুও কবির কাব্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ে এসেছে যুগে যুগে। তখন কবি ছিলেন দেবতা সম পূজ্য।

এলো ইতিহাসের যুগ। এলো আধুনিকতা। ইউরোপীয় আধুনিক কাব্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নব কলেবর লাভ করল বাংলা তথা ভারতের সাহিত্য। অবশ্য এর আগে মধ্যযুগে জয়দেব বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রভৃতি কবি কাব্যের সত্যমূল্য ছিল বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাধক সমাজের কাছে। সাধন সঙ্গীত হিসাবে এই সব কবির পদ আজও সমাদৃত। এই সব ব্যক্তিরাও একাধারে কবি আবার একাধারে সাধক।

আধুনিক যুগের কাব্য ও গদ্য সাহিত্য দুটি ধারায় বিভক্ত হল। সৃষ্টি হল একদল লেখক ও একদল কবি। তৈরি হল গীত কবিতা। কবির ব্যক্তি অনুভূতি বিধৃত হল গীত কবিতায়। এখন আর কবি সাধক নয়। সমাজের ভালমন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য–প্রেম–বিরহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হতে লাগল গান কবিতা। এখন মানুষ কিছু কিছু কাব্য পড়ে বটে তবে তার সত্য মূল্যের জন্য নয়। শিল্প রসিক বা কাব্য রসিক হিসাবে। কাব্য আর সমাজের সম্পর্কে বাঁধন আলগা হল।

এই প্রেক্ষাপটে শিশু রবি জন্মেই মানুষের জীবন যাপনের ছন্দে, প্রকৃতির ঘটনার ছন্দে মোহিত হলেন। সুর তার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণন তুলল।

জল পড়ে/পাতা নড়ে— এই ছন্দ তাঁর শিশু মনকে এককালে দোলা দিয়েছেন— সেই দুলুনির আবেশ সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়িয়েছেন। কখনও কবিতার

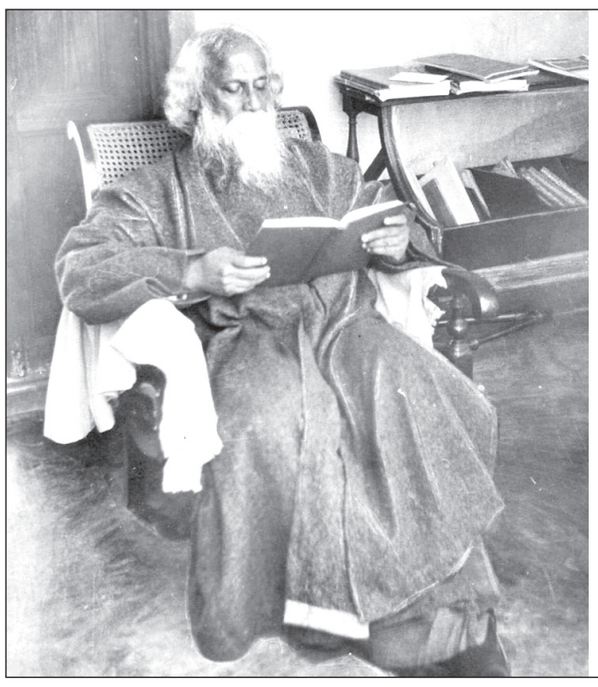

বাল্মীকির কাল ফুরিয়েছে, ব্যাসের যুগ কবেই অতিক্রান্ত— দল ছুট পথ হারা এক ঋষি এসে পড়লেন ইট–কাঠ–পাথরের জঙ্গলে নগর সভ্যতার একবারে কেন্দ্র স্থলে। বড় যন্ত্রণাময় এ সভ্যতা। মানুষ ছুটছে তবে দিশাহীন। জীবন চলছে ছন্দহীন শুধু নিয়মের নিগড়ে বাধা। প্রাণের স্ফূর্তি সেখানেকম। মানবতার চেতনা আবছা। ঈশ্বর আরাধনার নামে নিয়ম আর আচার সর্বস্ব কতগুলি পদ্ধতিকে বুকে আঁকড়ে থাকা।

ছন্দে, কখনও সঙ্গীতের সুরে, কখনও তুলির টানে কখনও গদ্যের সুষমায় তিনি তাঁর ছন্দময় অভিজ্ঞ বাণী আমাদের বিতরণ করেছে। এতো সবের মধ্যেও তিন তাঁর সাধন লব্ধ আলোকে নিজের জীবনকে পরিচালিত করেছে। এক নিজস্ব জীবন শৈলী তিনি যাপন করে আমাদের উজ্জিবিত করতে চেয়েছেন। আমরা দেখলাম পাখি তাঁকে গান শোনায়, মালতী, যূথিকা, পলাশ, শিমূল তাকে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে। গাছেরা তাকে ইঙ্গিতে কাটে টানে। আষাঢ়ের মেঘ ডেকে যায় এসো আমাদের মতো বাঁধন ছেঁড়া হও। আঁধার রাতে আকাশ ভরা তারা মন্ডলীর মধ্যে প্রাণের মিট মিট আলো জ্বলতে দেখেন। মাটির গভীরে ঘাসের শিকড়ের যন্ত্রণাটুকুও তিনি টের পান। তাই এই সুন্দর প্রকৃতিকে জীবনের সঙ্গে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছেন তিনি। নদীর মতো ঝরনার মতো মানব জীবন সহজ ছন্দে বয়ে চলুক— এই কামনায় জীবনের সব বাধা দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

কবির উপলব্ধি ছিল মানুষ যত প্রকৃতির কাছাকাছি থাকবে ততই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃতির সর্বত্র ''ঋত'' ভাব। ''ঋত'' মানে হল সত্য। প্রকৃতির কোনও কাজে কোথাও ছলনার ছোঁয়া নেই, নেই মিথ্যার আশ্রয়। তবে সেই প্রকৃতি জাত মানুষ কেন সত্য থেকে চ্যুত হল? এই ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী ছুটে বেড়িয়েছেন। যেখানে যা কিছু সুন্দর হিসাবে পেয়েছেন তা কুড়িয়ে নিয়ে ঝুলি ভরছেন। প্রকৃতির যেমন আলো আঁধারের খেলা আছে তেমনি মানব জীবনের সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, মিলন–বিরহ–জন্ম–মৃত্যু এই সব বৈপরীত্যের সমাহার আছে। এই গুলি মিথ্যা নয় তাই অসুন্দর নয়। সত্য বুঝে সুন্দর জ্ঞানে জীবনে কেমন করে বরণ করতে হবে তার শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। তিনি সকল কর্মের মাঝে সত্যের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সত্য উপলব্ধি যত জমাট বাঁধতে থাকল ততই সর্বগ্রাসী প্রেমে তিনি বিগলিত হলেন। প্রকৃতি প্রেম, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, ঈশ্বর প্রেম বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন ভাবে ঝরে পড়ল বারিপাতের মতো। আমরা তাতে স্নাত হলাম। তিনি জ্ঞানী, তিনি উপনিষদের সত্যের জীবন্ত প্রতিভূ।

বাল্মীকির কাল ফুরিয়েছে, ব্যাসের যুগ কবেই অতিক্রান্ত— দল ছুট পথ হারা এক ঋষি এসে পড়লেন ইট–কাঠ–পাথরের জঙ্গলে নগর সভ্যতার একবারে কেন্দ্র স্থলে। বড় যন্ত্রণাময় এ সভ্যতা। মানুষ ছুটছে তবে দিশাহীন। জীবন চলছে ছন্দহীন শুধু নিয়মের নিগড়ে বাধা। প্রাণের স্ফূর্তি সেখানেকম। মানবতার চেতনা আবছা। ঈশ্বর আরাধনার নামে নিয়ম আর আচার সর্বস্ব কতগুলি পদ্ধতিকে বুকে আঁকড়ে থাকা। যেখানে পূজার নামে 'প্রাণে' মূল্য কম মানবতা পদদলিত। কবি ব্যথার সুরে প্রাণের কান্না দিয়ে মানবতার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এই সভ্য কৃত্রিমতায়, দেঁতো বদান্যতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি রচনা করলেন তাঁর মানসভূমি। পৃথিবীতে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এসেছেন কিন্তু নিজস্ব চিন্তাকে বাস্তবে রূপা দিতে পারে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ। কবি ছিলেন সে অসামান্যদের দলে। তিনি জ্ঞানে কর্মে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'' এই সত্যে প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। তিনি ব্যাস বাল্মীকি বংশধর তাস নিজে তপোবন তৈরি করলেন। বিশ্বের মানুষকে ডেকে আনলেন তপঃ চর্চা করার জন্য। সে তপঃ চক্ষু বুঝে ধ্যানয় নয় শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার, তৈরি করার কর্মযজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য। যেখানে সত্যজ্ঞানে সত্য কর্মের মধ্যে কোনও ফাঁক থাকবে না। মানুষে মানুষে হানাহানি থাকবে না। প্রবঞ্চনা থাকবে না। মিথ্যাচার থাকবে না। মানুষের পরিচয় হবে মানুষ সুন্দরের উপাসক, সত্যর পূজারি, তাদের প্রতিটি কর্মের ছন্দে সুর–তান–লয়ের বিঘ্ন ঘটবে না।

বাল্মীকি ব্যাসের যুগে অধিকাংশ মানুষ ছিল সৎ সত্যবাদী। অসৎ যে ছিল না তা নয়। তবে তারা সংখ্যায় ছিল খুব কম। তাদের অসৎ কর্ম সমষ্টিগত সৎকর্মের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাতে পরত না। আর আমদের যুগে অসতের সংখ্যাই বেশি সৎ মানুষের ব্যক্তি প্রয়াস সমষ্টিগত মিথ্যাচারকে প্রতিহত করতে পরে না। তাই তারা পিছু হটে। তাই রবীন্দ্রকাব্য নামক নব যুগের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উপযোগী হয়ে উঠতে পারল না বাঙালি তথা ভারতবাসী। ক্ষণিক স্মরণ মননেই কবি সীমায়িত হয়ে রইলেন। কবি সূচনা করে গেলেন নব যুগের। আমরা স্বার্থের ঘোরে তাকে প্রতিনিয়ত বাতিল করে চলেছি। 'কবি যুগ' প্রতিটি জন্মদিনে একটু একটু করে সরে সরে যুগান্তরে বিলীন হচ্ছে।

দেশ দেশান্তরে

পরেশ চন্দ্র দাশ

এবার বুলেট ট্রেন মুম্বই থেকে আমেদাবাদ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন এবার সফল হওয়ার পথে। মুম্বই থেকে আহমেদাবাদের মধ্যে দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন ছুটবে সমুদ্রের নিচ দিয়ে। তার জন্য ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল তৈরি হবে। ইতিমধ্যে মাটি পরীক্ষার জন্য খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে।

দেশের মধ্যে প্রথমবার সমুদ্রের নিচ দিয়ে ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা পেতে চলেছেন যাত্রীরা। দুটি মেট্রো সিটিকে জুড়বে এই বুলেট ট্রেন, থানের কাছে এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে প্রতি ঘন্টায় ৩৫০ কিলোমিটার। এখন ওই দুই শহরের

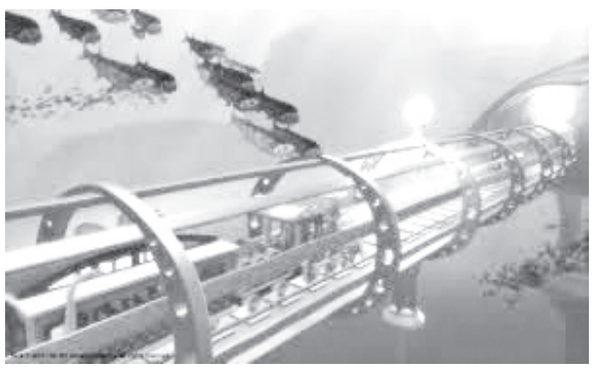

মধ্যে যাতায়াতের জন্য ৭ ঘন্টা সময় লাগে। প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেন চালু হয়ে গেলে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে দু'ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না।

রেল মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের ৭০ মিটার গভীরে টানেল তৈরির জন্য মাটি ও পাথর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি থানে থেকে ভিরারের মধ্যে আরও ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল তৈরি হচ্ছে। মোট ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বুলেট ট্রেনের যাত্রাপথের জন্য মাটির উপরে নয়, বরং সমুদ্রের নিচের পথই পছন্দ রেল কর্মকর্তাদের। কারণ, সেক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা থাকবে না। এই প্রকল্পের জন্য মোট ৯৭ হাজার ৬৩৬ কোটি টাকা খরচ হবে। যার মধ্যে ৮১ শতাংশ টাকা জাপানের কাছ থেকে ঋণ মিলেছে।

বেইজিং–ওয়াশিংটন টক্কর

আবারও উত্তপ্ত দক্ষিণ চিন সাগর। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বসার পর থেকেই চিন এবং আমেরিকা দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ট্রাম্প জমানায় দুই শক্তিধর দেশের সম্পর্ক কেমন হবে সেই নিয়েই সরগরম বিশ্ব রাজনীতি। এর মধ্যেই শনিবার দক্ষিণ চিন সাগরে নিমিজ শ্রেণির মার্কিন এয়ারক্রাফ্ট কেরিয়ার ইউএসএস কার্ল ভিনসনের মহড়া নিয়ে আরও উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। শুধু কার্ল ভিনসন নয়, আরও বেশ কয়েকটি মার্কিন রণতরী এই মহড়ায় অংশ নিয়েছে। আর এতেই বেজায় চটেছে বেইজিং। দক্ষিণ চিন সাগরে যাতে চিনের সার্বভৌমত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য গত বুধবারই চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনকে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তবে

আমেরিকা তাতে কর্ণপাত করেনি এবং এই অঞ্চলে বেইজিংকে আধিপত্য কায়েম করতে দেবে না এই মহড়া থেকেই সেটা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, শুক্রবারই দক্ষিণ চিন সাগরে নিজেদের মহড়া শেষ করেছিল ভারতের প্রতিবেশী দেশটি। তার পাল্টা জবাব দিতেই আমেরিকার এই মহড়া বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও আমেরিকার পক্ষ থেকে এটা মানতে চাওয়া হয়নি। রিয়ার অ্যাডমিরাল জেমস কিলবি জানান, যেকোনও পরিস্থিতির জন্য নিজেদের তৈরি রাখার জন্যই এই মহড়া। এছাড়া এর পিছনে অন্য কোন কারণ নেই। এশিয়া–প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের মিত্রশক্তিদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক এবং বোঝাপড়া তৈরি করতেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ ও তাইওয়ানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের নতুন করে হৃদ্যতা তৈরি হওয়ায় আমেরিকার উপর বেজায় চটেছিল বেইজিং। ভারতের সঙ্গে জাপানের যৌথ সামরিক অভিযানও মেনে নিতে পারেনি চিন। রুশ সীমান্তেও একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে রেখেছে বেইজিং। রুশ মিডিয়ার দাবি, ওই ক্ষেপণাস্ত্রের নিশানায় রয়েছে ওয়াশিংটন। দ্রুতই ট্রাম্পের সঙ্গে চিন সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অভূতপূর্ব সামরিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা। এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে এই যুদ্ধ অতীতের দুটি বিশ্বযুদ্ধকেও বহুগুণে ছাপিয়ে যাবে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি অনেকদিন ধরেই। চিনের দাবি পুরো এলাকাটি তাদের নিজস্ব। আর এতেই আপত্তি ব্রুনেই, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও ভিয়েতনামের। তারা জানিয়েছে, দক্ষিণ চিন সাগরে তাদেরও অধিকার রয়েছে। এদিকে, পুরো এলাকাটিতে নিজেদের শক্তি বাড়াতে কৃত্রিম দ্বীপও তৈরি করেছে বেইজিং। শুধু আশেপাশের দেশগুলো নয়, আমেরিকাও চিনের এই পদক্ষেপে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু সেই আপত্তি উপেক্ষা করেই দক্ষিণ চিন সাগরে প্রতিনিয়ত নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে বেইজিং।

পাঠকের কলমে

শৌচালয়ের বালাই নেই জনবহুল পার্কিং স্ট্যান্ডে

সাঁতরাগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেল শাখায় এখন হাওড়ার পর দ্বিতীয় স্থানে। গুরুত্বপূর্ণ এই কৌশল থেকে বহু এক্সপ্রেস এবং মেল ট্রেনগুলির যাত্রা শুরু হয়। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের উত্তরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড বর্তমান, আবার তারই পশ্চিমে কার পার্কিং–এর স্থান নির্দিষ্ট। তারই অনতিদূরে উত্তরে বাস চলাচলের রাস্তা। এখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে কোনও প্রস্রাবখানা নেই। জনবহুল এই রাস্তার (ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের) পশ্চিমে সকাল থেকে শৌচকর্মটি কার পার্কিং–এর উত্তরে প্রকাশ্য দিবালোকেও দাঁড়িয়েই সম্পন্ন করছে। রাজ্য প্রশাসন বা রেল কর্তৃপক্ষ সকলেই নির্বিকার। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশন এখানে অর্থহীন।

অমিয় কুমার অধিকারী, সাঁতরাগাছি।

পোস্ট অফিস চেনা দায়

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া আরএমএস পোস্ট অফিসের করণটি ও. টি. রোড সংলগ্ন বাজারপাড়ায় এক ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে ওষুদের দোকান, নার্সিং হোম ইত্যাদি বর্তমান। তারই মাঝে বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে স্থান হয়েছে পোস্ট অফিসের, যা নজরে আসতে বেশ বেগ পেতে হয়। মুশকিল আসানে একটা হোর্ডিং–এর ব্যবস্থাও নেই। ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

অসীমকুমার জানা, উলুবেড়িয়া।

নাবালকের সাক্ষ্যে যাবজ্জীবন

অভীক মিত্র, রামপুরহাট : আদালতে এক নাবালকের দেওয়া সাক্ষ্যে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল তার মা ও কাকার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর রাতে মাড়গ্রাম থানার কালুহা গ্রামে খুন হন শিশির লেট নামে এক ব্যক্তি। বৌ, ছেলের সঙ্গে ঘুমিয়েছিল শিশির। অভিযোগ ছিল বৌ চায়না ও ভাই অযতনের হাতে খুন হয় শিশির। পরেরদিন কাকা অসীম লেটকে সমস্ত ঘটনা জানায় শিশিরের ছোট ছেলে। অসীম মাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ২ ডিসেম্বর তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে গোপন জবানবন্দী দেয় মৃত শিশির লেটের নাবালক ছেলে। সাড়ে তিন বছর পর গত ২৮ এপ্রিল অভিযুক্ত চায়না ও অযতন লেটকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১০০০০ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন রামপুরহাট ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতের মহামান্য বিচারক অনিলকুমার প্রসাদ।

গ্রেপ্তার ৮ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ইলামবাজার এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসমেত গ্রেপ্তার করা হলো আট ডাকাতকে। গত ২৮ এপ্রিল রাতে ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুটি পাইপগান, বেশ কিছু ধারালো অস্ত্রসহ ইলামবাজার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে চার ডাকাত ধলটিকুড়ি গ্রামে শেখ শরিফ ইসলাম, শেখ বাপি, শেখ আব্দুল্লার ও বুরুলিয়া গ্রামের শেখ রাজুকে। ২৯ এপ্রিল এদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এর আগে গত ১৯ এপ্রিল রাতে ঘুড়িষ্যা বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে দুটি পাইপগান, চারটি কার্তুজ সহ ইলামবাজার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে আরও চার ডাকাতকে। ২০ এপ্রিল বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে শেখ আশরোফকে চারদিনের পুলিস হেপাজত এবং শেখ ইদ্রিস, শেখ জিয়ার ও ইউসুফ শেখকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিষাক্ত হালখাতা

বিশ্বজিৎ পাল, সাগর : শনিবার রাতে গরুর ডাক্তারখানার হালখাতার মিষ্টি খেয়ে অসুস্থ ১৩০ জন। এর মধ্যে বেশ কিছু শিশু ও মহিলা অসুস্থ হয়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গরুর ডাক্তার দীপক গুড়িয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরুর চিকিৎসা করে বেড়ান। ফলে ধার বাকি হয়ে যায়। আর এই বাকি টাকা তুলতে তিনি প্রতিবছর তার ডাক্তারখানায় হালখাতা করেন। এই হালখাতার মিষ্টি খেয়ে ১৩০ জনের মতন বমি পায়খানায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৯০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ৪০ জন চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা তিনি অসুস্থদের হাতে পরিশ্রুত পানীয়ের বোতল তুলে দেন এছাড়াও আসেন সাগর থানার ওসি গৌতম সাহা, বিডিও। গরুর ডাক্তার পলাতক। পুলিশ জানায় বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ক্যানিংয়ে নির্মল বাংলা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার সকাল থেকে যথাযথভাবে পালিত হল নির্মল বাংলা দিবস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকগুলিতে নির্মল বাংলা দিবস উদযাপন হয়। এদিন ক্যানিং–ব ব্লকের আইসিডিএস সহায়িকা, হেলপার, পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সভাপতি প্রমুখ বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা, স্থানীয় মানুষজন সার্থক করে তোলে নির্মল বাংলা দিবস উদযাপন। এদিন সকলে ঝাট দিয়ে এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলে এবং সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে। শৌচালয়ে শৌচকর্ম করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বিভিন্ন স্বাস্থ্যমূলক বিষয় তুলে ধরা হয়। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের প্রধানরা রাস্তাঘাট ঝাট দিয়ে নির্মল বাংলা গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের মানুষজনকে আহ্বান করে। ইট খোলা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের প্রধান খতিব সরদার বলেন আইসিডিএস দফতর সহ বিভিন্ন দফতরের অফিসার, আধিকারিক, সহায়িকা প্রমুখ বুদ্ধিজীবী, শিল্পীমহল এগিয়ে এসেছে নির্মল বাংলা দিবস উদযাপনে। এমনকি বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষ এগিয়ে এসেছে।স্বাস্থ্যই সম্পদ, তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে এবং অপরকে সুস্থ করে তুলতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষজনকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় নির্মল বাংলা, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, গতিধারা, গীতাঞ্জলী প্রমুখ প্রকল্পগুলি মানুষের উপকার হচ্ছে। এ দিনের অনুষ্ঠানটিতে সাধারণ মানুষের ভিড় ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : গত ৩০ এপ্রিল রবিবার সকালে ফাঁকা মাঠ থেকে পুলিশ এক ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার করলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘনিয়ে ওঠে মৃত্যু নিয়ে রহস্য। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সাইফুদ্দিন লস্কর (৩৫)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার চারগাছি এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সাইফুদ্দিন রাজমিস্ত্রিদের ঢালাইয়ের তক্তা, বাঁশ, দড়ি ভাড়া দিত। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। গত ২৯ এপ্রিল দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাতে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজি শুরু করে। অন্যদিকে তার বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে একটি ফাঁকা মাঠে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন রক্তাক্ত অবস্থায় একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে। তারা সঙ্গে সঙ্গে মগরাহাট থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে মৃত সাইফুদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা এসে দেহটি শনাক্ত করে। মৃতের বাবা আকবর আলি লস্কর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য অভিযোগ জানাবার ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কার্যকলাপ রোধে সম্প্রতি পাশ হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিকাল এসট্যাবলিশমেন্টস্ (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) অ্যাক্ট ২০১৭। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক জানিয়েছেন এই জেলায় অবস্থিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উক্ত আইনে অভিযোগ জানানো যাবে নিচের ঠিকানায় :

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসকের কার্য্যালয়
(স্বাস্থ্য বিভাগ)
নিউ ট্রেজারি বিল্ডিং
দশম তল
আলিপুর, কলকাতা–২৭
ফোন : ০৩৩ ২৪৪৮ ৩৭৪৭

নার্স কোয়ার্টারে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : সোমবার গভীর রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী নার্সদের কোয়াটারের দরজার তালা ভেঙে নগদ দেড় হাজার টাকা এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকার সম্পত্তির সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী থানার বাসন্তী ব্লক রুরাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স কোয়ার্টারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লক রুরাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্সদের কোয়ার্টারে বেশ কয়েকজন নার্স থাকতেন। আর এই কোয়ার্টারে থাকতেন কাকদ্বীপের বাসিন্দা নার্স অঙ্কনা দাস, নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা মার্টিনা গায়েন সহ আরও কয়েকজন। তারা সকলে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নার্সিং–এ কর্মরত। নার্স মার্টিনা গায়েন ছুটিতে বাড়ি যায়। এদিন নার্স অঙ্কনা দাস স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাইট ডিউটিতে যায় কোয়ার্টারে তালা দিয়ে। পরের দিন মঙ্গলবার সকালে ডিউটি করে এসে দেখতে পায় কোয়ার্টারে দরজার তালা ভাঙা। কোয়ার্টারের মধ্যে জিনিসপত্র উলটানো, সোনার তৈরি গয়না নেই। এমনকি দুষ্কৃতীরা কোয়ার্টারে টিভি, ফ্যান, রান্নার সরঞ্জাম সব কিছু নিয়ে চম্পট দিয়েছে। নার্সরা তালা ভাঙা এবং উল্টানো জিনিসপত্র দেখে চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। এ বিষয়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার পুলিশ। এ বিষয়ে নার্সরা অভিযোগ করে বলেন কর্মসূত্রে কোয়ার্টারে থাকতে হয়। একজন নার্স ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল। কোয়ার্টারের দরজায় তালা মেরে নাইট ডিউটি করতে যায়। সকালে এসে দেখি দরজার তালা ভাষা। দুষ্কৃতীরা কোয়ার্টারের টিভি, ফ্যান, নগদ দেড় হাজার টাকা, প্রেসারকুকার, রান্নার সরঞ্জাম, সোনার পলা, চুরি, কানের দুল নিয়ে চম্পট দেয়। আর এইসব জিনিসপত্রের প্রায় ৬০ হাজার টাকার মূল্য হবে। বিএমওএইচ রামকৃষ্ণ মন্ডল বলেন এ বিষয়ে নার্সরা অভিযোগ করেছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানান নার্সদের কোয়ার্টারে চুরির বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার বলেন বাসন্তীতে নার্সদের কোয়ার্টারে চুরির বিষয়ে থানায় এফআইআর করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাতা বন্ধের কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় বিপাকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

প্রথম পাতার পর

সরকারি সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ঘাটশিলা নয় অন্যান্য অনেক শাখাতেই অসুবিধা শুরু হয়েছে। লুপ্তপ্রায় ওই আদিবাসী সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে সভ্যতার কাছে আনার চেষ্টা হয়েছে আগে তারা কাপড়চোপড়ও পরিধান করতো না অত্যন্ত গরিব ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা কেন্দ্রীয় সাহায্য না পেলে আবার হয়তো লেখাপড়ার জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে।

অন্যদিকে ঝাড়খন্ডের সরকারি কর্মকর্তাদের অত্যন্ত ধীরে চলো নীতির কারণে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা তাঁদের কর্ম তৎপরতা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি তরফে জানা যাচ্ছে অনেক ভুয়ো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিও–র কার্যকলাপের কারণেই সরকার বাধ্য হচ্ছে নজরদারি বাড়াতে। ঘাটশিলার ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক স্বামী মুক্তাত্মানন্দজী মহারাজ আশাপ্রকাশ করেছেন সরকার তাঁদের পরিদর্শক দ্রুত পাঠান এবং তাঁদের সেবাশ্রমের সঙ্গে যাতে ছদ্ম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যকলাপ গুলিয়ে না যায় সে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করবেন। কারণ একদা বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সহ কয়েকটি সমাজসেবী সংগঠনকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ঝাড়খন্ড সরকারের যে সমস্ত কর্মচারী দিনের পর দিন টেবিলে ফাইল ফেলে রাখছেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না তারা নিশ্চয়ই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন স্বামী মুক্তাত্মানন্দজী মহারাজ।

যথেচ্ছাচার চলছে হাবড়া হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

যা হাসপাতালের উন্নয়নের গতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যান্য হাসপাতালে যেখানে ২০/২২ জন ডাক্তার দিয়ে হাসপাতাল চালানো হয়, সেখানে হাবড়া হাসপাতালে প্রায় ৩০ জন ডাক্তার আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযোগ, জরুরি বিভাগে কাটা–ছেঁড়ার সেলাই করতে দেখা যায় গ্রুপ ডি কর্মীদের। ফিরেও দেখেন না ডাক্তাররা। রোগী ভর্তি হওয়ার পর দুদিন ধরে কোনও ডাক্তার না দেখার নজিরও আছে। ডাক্তারদের হাজিরা নিয়েও অভিযোগ বিস্তর। এমনকি ডাক্তারদের কাজের সময় নির্ধারণ বা রোস্টারের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বৈষম্য রয়েছে বলে খবর। স্ত্রী রোগ বিভাগের ষাটোর্ধ্ব ডাক্তাররা যেখানে সপ্তাহে ৬০ ঘন্টার উপরে কাজ করেন, সেখানে অন্যান্য কিছু বিভাগের ডাক্তাররা সপ্তাহে ৪০ ঘন্টাও কাজ করেন না। টেকনিশিয়ান বা অন্যান্য অনেক সাধারণ কর্মীও সঠিক সময়ে কাজে আসেন না বলেও অভিযোগ সামনে এসেছে।

হাবড়া হাসপাতালের বৈষম্য বা অনিয়মের বিষয়গুলি নিয়ে হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্করলাল ঘোষ অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ। তিনি উল্টে হাসপাতালের ইতিবাচক দিকটি উল্লেখ করে বলেন, 'আমার হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার প্রায় সন্ধে পর্যন্ত আউটডোরে রোগী দেখেন। এরকম বেশি দেখতে পারেন না। অন্যান্য ডাক্তাররা এভাবে ডিউটি করতে এগিয়ে এলে হাসপাতালের চিত্রটাই বদলে যেত।' কাজের সময় বা রোস্টারের বৈষম্যের বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'ডাক্তারের রোস্টারের বিষয়টি আমি দেখি না। এটা দেখেন ডাক্তার বিপ্লব মল্লিক।' সূত্রের খবর, হাবড়া হাসপাতালে নামে সুপার থাকলেও হাসপাতাল চলে জনৈক জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তারের কথাতেই। সমান্তরাল এই শাসন হাসপাতালে সক্রিয় থাকার কারণে হাসপাতালে বিভিন্ন অনিয়ম বাসা বেঁধেছে বলে অভিযোগ। যদিও এইসব অনিয়মের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'হাবড়া হাসপাতালে কোনওরকম অনিয়ম আমি মানব না। এই হাসপাতালকে আমি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি মনিটরিং কমিটি গড়ে দিচ্ছি। যাতে হাসপাতালের সুপার ছাড়াও পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, স্বাস্থ্যের পুর পারিষদ, বিডিও থাকবেন। কোথাও অন্যায় চলতে দেবনা।' অভিযোগগুলি প্রসঙ্গে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন, এই অভিযোগগুলি নিয়ে আমি সুপারের সঙ্গে কথা বলব। এটা লিখিত পেলে ব্যবস্থা নিতে সুবিধে হবে। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

মহিলাদের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোনারপুর পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে গত ৩০ এপ্রিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আয়োজন করে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। সকাল দশটার সময় নরেন্দ্রপুর মোড়ে শিবিরের সূচনা করেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সর্দার ও প্রধান আয়োজক কাউন্সিলর টুম্পা দাস। মোট ১২০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্যোক্তারা জানান দীপঙ্কর কুন্ডু ও নাসিম আলি মন্ডলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অভিযুক্ত জেশপ কর্তৃপক্ষ

প্রথমপাতার পর

যা রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের অপেক্ষায় থাকা রাজ্যের জেশপ অধিগ্রহণের বিলটির আগেই জেশপ কর্তৃপক্ষ ৪ ও ১৭ নম্বর মল রোর্ডের জেশপের সম্পত্তি বা জেশপ সোশ্যাল ক্লাব নামে পরিচিত, তা বিক্রি করে দিতে চাইছে। ওই জমিতে দমদম পুরসভা বহুতলের অনুমোদনও দিয়েছে বলে অভিযোগ। জেশপ কোম্পানি লিমিটেড ওয়াকার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের তরফে জেলাশাসক ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার জন্য বিল এনেছে, সম্পত্তি হস্তান্তরে যেখানে আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে জেশপ কর্তৃপক্ষ লুকিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চাইছেন। আমরা এই বিষয়ে জেলাশাসক ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

বেআইনি অ্যাসিড রুখতে পুলিশি অভিযান

জয়ীতা কুন্ডু : হাওড়ায় বেআইনি অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ করতে অভিযান চালাল হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশ।খোলা বাজারে অ্যাসিড খুব সহজলভ্য হওয়ায় জেলায় অ্যাসিড হামলার ঘটনা খুবই বেড়ে গেছে। তার জেরেই এতদিন পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। গত সপ্তাহে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ও বাগনানের বেশ কয়েকটি হার্ডওয়্যার ও গয়নার দোকানে হানা দেয় পুলিশ। বেআইনি প্রচুর অ্যাসিডও বাজেয়াপ্ত হয়।এই দোকানদারদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। এই সব এলাকায় খোলা বাজারে শৌচালয় পরিস্কার করার জন্য মিউরিয়াটিক অ্যাসিড তো বটেই তার সাথে অত্যন্ত ক্ষতিকারক সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিডও সহজেই মেলে। অথচ এই অ্যাসিড বিক্রির ওপর সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশিকা জারি আছে। সেই নির্দেশিকায় বলা আছে, অ্যাসিড বিক্রি করতে গেলে জেলাশাসকের থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। কাদের অ্যাসিড বিক্রি করা হল তার নথি রাখতে হবে। দোকানে বিক্রি হওয়া ও বিক্রি না হওয়া অ্যাসিডের খতিয়ান প্রতি ১৫ দিন অন্তর মহকুমাশাসকের কাছে দাখিল করতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই সর্বত্র খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি হয়। তবে জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে এখন থেকে নিয়মিত অ্যাসিড বিক্রির ওপর নজরদারি চালানো হবে।

Expression of Interest

Expression of Interest is being invited from the reputed and bonafide advertising agencies for rented hoarding (size 20′×10′) to display government messages in the different places of the district of South 24 Parganas. The willing agencies may submit Expression of Interest observing the following terms and conditions :

1. The monthly rental charges inclusive of all taxes of each hoarding should be stated clearly in the letter head of the agency.
2. The printing charges of flex (per sq. ft.) should be stated separately.
3. The agency should clearly state the number of hoarding available with them in the district of South 24 Parganas.
4. The agency shall be liable to replace/remove flex of the hoarding as and when required. Rates for fixing and removal of flex should be clearly mentioned.
5. The intending agencies should submit application along with attested photo copies of the Trade License, VAT registration, P. Tax clearance certificate.
6. They need to submit credentials of the work of similar nature in government sector.

Sealed Expression of Interest should be dropped in the box kept in the office of the District information & Cultural Officer, South 24 Parganas for this purpose between 11 AM to 4 PM on any working day.

The last date of submission of Expression of Interest is on 19th May, 2017 till 2 PM and the same will be opened on the same date in the presence of the representatives of the agencies at 4 P.M.

The undersigned reserves the right to accept of reject any or the all Expression of the Interest without assigning any reason whatsoever.

Sd/-
District Information & Cultural Officer
South 24 Parganas

৪৪৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২.৫.১৭

Memo No. 468 DICO/S24Pgs Date : 04.05.2017

Tender Notice

Sealed tender is hereby invited from reputed, competent and eligible agencies/ firms/ cooperative societies having adequate experience in supplying five (05) tableau for Offices of the District Information & Cultural Officer, Alipore Sadar and Sub divisional Information & Cultural Officer, Baruipur/ Diamond Harbour/ Canning and Kakdwip sub divisions of this district, covering 12 days in a month for each sub division regarding publicity and awareness generation programmes under Lok Prasar Prakalpa of the Government of West Bengal in South 24 Parganas district.

Specifications for each tableau are stated below :-

1. TATA ACE vehicle for tableau with covered iron structured stage to accommodate 5-6 persons (folk artists including their musical instruments).
2. Each tableau should run 70 k.m. to & from respective DICO & the SDICO offices per day. Charges for covering extra k.m. on special occasions are to be mentioned separately.
3. Kilometres would be recorded from the time of reporting at respective offices.
4. Reporting time for the tableau at start of the day at each SDICO office is 10 am without fail and report back at 6 pm.
5. Tableau should be facilitated with LED tube light and mike along with power backup. There should also be a provision for playing pen drives/CD/DVD.
6. There should be a quality sound system comprising two (02) boxes, one (01) amplifier machine with four (04) microphones with stand.
7. The two sides of backdrop and rear side of driver's cabin should be used as display with 13 Ounce flex with all art work and eco-solvent printing. Design and art work (soft copy) would be supplied from office. Branding may change from time to time as directed by the Departmental Headquarters. Charges should be mentioned separately.
8. There should be floor matting on the stage (blue/deep green colour) as well as water resistant curtain-sheets at the front and side openings for rainy season.
9. Log Book should be maintained for each sub division and route chart would be supplied by respective offices. Speedometer and tyre tube of the vehicle should be in good condition.
10. Drivers should be competent enough to cover all the locations as per route chart given by the office.
11, Food and lodging for the driver would be looked into by the agency's end.
12. The intending agencies should submit credentials of the work of similar nature in government sector. They need to submit application along with attested photocopies of the Trade License, VAT registration, P.Tax clearance certificate.

The sealed tenders should be dropped in the box kept in the office of the District Information & Cultural Officer, South 24 Parganas for this purpose between 11 AM to 4 PM on any working day.

The last date of submission of the tender is on 15.05.2017 at 3 PM and the tenders will be opened on the same date in the presence of the representatives of the agencies at 4 PM.

The undersigned reserves the right to accept or reject any or all the tenders or to distribute the work amongst the tenderers without assigning any reasons, whatsoever.

Sd/-
District Information & Cultural Officer
South 24 Parganas

৪৬২/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৪.০৫.২০১৭

গরমে শ্রীকৃষ্ণকে ঠান্ডা রাখতে চন্দন যাত্রা

প্রিয়ম গুহ : বৈশাখের তীব্র গরমের সকলে হাঁসফাস করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও ঠান্ডা রাখতে শুরু হয় চন্দন যাত্রা ২৯ এপ্রিল, ২০১৭ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুক্রবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, ইং ১৯ মে ২০১৭ পর্যন্ত গৌড়ীয় মিশনের প্রদান কার্যালয় বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিপুল ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এছাড়াও মিশনেও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহতে চন্দন লেপন করে চলে অঙ্গ শীতল রাখা। পুরী ধামে চলে চন্দন যাত্রা তবে ৪২ দিন ধরে। 'কেন এই চন্দন যাত্রা?' এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ— বাগবাজার মঠের সেবা সচিব বা সম্পাদক বলেন সত্যযুগের শ্রীজগন্নাথ তাঁর ভক্ত পরম সত্যবাদী, বিদ্বান ও অশেষ মহাসদগুণ বিভূষিত বিষ্ণুভক্ত প্রজাপালক বৈষ্ণবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বললেন, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে সুগন্ধী চন্দন দিয়ে আমার অঙ্গ লেপন করবে। এইভাবে চন্দন যাত্রা উৎসবের শুরু হয়, যা চলে পরবর্তী শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্যন্ত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দেওয়া আদেশ অনুসারে হরিসেবকগণ স্বর্ভোগার্থ মালাচন্দন প্রভৃতি গ্রহণ বা ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁরা শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট মালাচন্দন প্রভৃতি অকপট সেবা–বুদ্ধির সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন। সেবোন্মুখ ভগবদ্ভক্তগণ অহৈতুকী সেবাবুদ্ধি নিয়েই শ্রীহরির অঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপন করেন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করলে পুরুষাধমগণের ত্রিতাপক্লিষ্ট দেহের তাপসমূহ অনায়াসেই বিনষ্ট হয়।

চন্দনযাত্রা প্রসঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, ''জগতের বিচিত্র ভোগোপকরণগুলি যদি একশ্রেণীর লোক বৃথা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য কাকের মলের মতো দূরে ফেলে দেন, তাহলে ওইরকম ভোগসাধক দ্রব্যগুলি বৃথা নষ্ট হইয়া যাচ্ছে দেখে দেখে আর এক শ্রেণির লোক নিশ্চয়ই তা ভোগ করে সার্থকতা লাভ করার ইচ্ছায় তুলে নেবেন। সুতরাং ত্যাগী শ্রেণির পরোক্ষভাবে ভোগী সম্প্রদায়ের ইন্ধন জুগিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি হিংসা করে থাকেন। আর নিজেরাও অবৈধ ও অস্বাভাবিক ত্যাগের আদর্শ দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোকে অযথা বিনষ্ট করার অনধিকারোচিত কাজের অপরাধে অপরাধী ও ভোগীকুলের দ্বারা প্রতিহিংসিত হন।

''সেবাসিদ্ধান্তবিৎ সম্প্রদায় কিন্তু স্রকচন্দনাদির উপভোগলালসায় জড়বিলাসী বা স্রকচন্দনাদি ত্যাগের অত্যাগ্রহে বিলাস বিরোধী হন না। তাঁদের ভোগ ও ত্যাগ অতি স্বাভাবিক ও পরম শুভসাধক।'' এছাড়াও কলিযুগেও চন্দন যাত্রার বিবরণ আছে। তা হল, ভক্তচূড়ামণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ীর অধস্তন পঞ্চদশতমশিষ্য এবং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম গুরুদেব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের যিনি সন্ন্যাসদাতা গুরু সেই মহাত্মার গুরু ছিলেন শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয়। পুরী গোঁসাই কোনও সময়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়ে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের পরিক্রম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদা তিনি অনাহারে গোবিন্দকুন্ডে সায়ং স্নানান্তে কোনও বৃক্ষতলে বসে শ্রীহরিনাম জপ করছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক বেশে একটি দুগ্ধভান্ড হাতে নিয়ে মৃদুমন্দ হেসে পুরী গোঁসাইয়ের সামনে এসে বললেন— তুমি ভিক্ষা করে খাওনা, অথচ ধ্যান করছ? ধর এই দুধ পান কর। আমার গ্রামে কেউ উপবাসী থাকেন না; যিনি অযাচক, তাঁকে আমিই স্বয়ং আহার যুগিয়ে থাকি। বালকের মধুমাখা বাণী শুনে, গোস্বামীর খিদে তৃষ্ণা দূর হল। বালককে তখন প্রশ্ন করলেন আমি উপবাসী তুমি কি করে জানলে? তার উত্তরে বালক বলল— তুমি যখন গোবিন্দকুন্ডের তীরে বসে ছিলে, তখন ব্রজস্ত্রীগণ জল নিতে এসে তোমাকে দেখে গিয়েছিলেন। তাঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন; গো–দোহন করার সময় হয়ে গেল, এখন আমি যাচ্ছি। ফিরে এসে ভান্ড নিয়ে যাব। এই বলে সেই বালকমূর্তি হরি দ্রুতপায় চলে গেলেন।

পুরী গোঁসাই বালকের হাবভাব দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনি হতবাক হয়ে, সেই দুধ পান করে শ্রীহরিনাম কীর্তন করতে থাকলেন এবং বালকের ফিরে আসার অপেক্ষায় জেগে সারা রাত্রি কাটালেন। শেষে গোঁসাইয়ের তন্দ্রাবস্থায় সেই বালক সামনে এসে পুরীর করযুগল ধারণ করে এক কাঁটায় ভরা বাগানের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আরও বললেন — আমি এই কুঞ্জে থেকে ঝড় বৃষ্টি ও দাবাগ্নিতে বড়ই কষ্ট ভোগ করি। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে গোবর্ধন গিরিরাজোপরি রক্ষা কর ও সেখানে একটি মঠ স্থাপন কর। আমার নাম গোবর্দ্ধনধারী গোপাল। আমি শ্রীকৃষ্ণপৌত্র বজ্রনাভের স্থাপিত। কোন সেবক ম্লেচ্ছ ভয়ে আমাকে গোবর্ধন থেকে এই কুঞ্জে রেখে গিয়েছে। বহুদিন থেকে আমি তোমার আসার পথ চেয়ে রয়েছি। তোমার প্রেমবশে সেবার অঙ্গিকার করলাম। সুশীতল জলে বিশেষভাবে আমার অঙ্গ মার্জন করো। এই বলে বালক অদৃশ্য হল। সহসা গোঁসাই জেগে প্রেমবশে অধৈর্য্য হলেন। হায়ঃ! হায়! শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেও আমি চিনতে পারলাম না। এই বলে ধরায় লুটিয়ে পরে মাথায় করাঘাত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কান্না সম্বরণ করে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনে যত্নবান হলেন। প্রাতঃস্নান করে ব্রজের গ্রামে গিয়ে ব্রজবাসীগণকে সমস্ত ঘটনা জানালেন, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরিজন সেইজন্য তাদের আনন্দের সীমা রইল না। সেই দিনই তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটিতে পোঁতা গোপালকে গোবর্দ্ধন শৈলোপরি এনে পাথরের সিংহাসনে বসালেন। আগের মতো রোজই অন্নকূট মহোৎসব হতে লাগল শ্রীগোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকট হলেন বলে জগতে ঘোষিত হল। এক ধনকুবের ক্ষত্রিয় শ্রীমন্দিরাদি তৈরি করে সেবার সুবন্দোবস্ত করলেন। পুরীগোঁসাই দুই বছর পর্যন্ত গোপালের সেবায় নিযুক্ত থেকে বহুসংখ্যক সৎশিষ্য করতে লাগলেন। (এই কৃষ্ণমূর্তি এখন রাজস্থানের উদয়পুরের শ্রীনাথজী)। অনন্তর গৌড়দেশ থেকে যখন সংসার বিরাগী দুইটি ব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষিত হলেন, তখন শ্রীগোপাল আবার পুরীগোঁসাইকে স্বপ্নাদেশে বললেন, আমার আমার অঙ্গের তাপ দূরীভূত হয় নি। তুমি নীলাচলে গিয়ে মলয়জ চন্দন নিয়ে আস। সেই চন্দনে আমি সুশীতল হব। তুমি ছাড়া অপর কেহ আনতে পারবে না, তুমি এখনি নীলাচলে যাও।' এই কথা শুনে গোঁসাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি প্রেমাবেশে প্রভুর আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হলেন। গৌড়দেশের ব্রাহ্মণ শিষ্যদ্বয়ের প্রতি সেবার ভার দিয়ে সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাত্রা করলেন। গৌড়দেশ দিয়ে আসার সময় শান্তিপুরে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শিষ্য করে, ক্রমে রেমুণায় আগমন করলেন। সেখানে গোপীনাথের অপূর্ব রূপমাধুরী দর্শন করে প্রেমানন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন এবং জগমোহনে বসে সংকীর্তণ আরম্ভ করলেন। শ্রীগোপীনাথের সেবার সুবিধি দেখে অনুমানে জানলেন, অবশ্যই উত্তমরূপে ভোগরাগ হয়ে থাকে। এই ভেবে পাণ্ডা ব্রাহ্মণকে বলেন, গোপীনাথের ভোগের বিবরণ বিশেষভাবে ব্যক্ত করুন। পুজারী বাল্যভোগ অবধি রাজভোগ পর্যন্ত বর্ণনা করে, রাত্রিরে শয়নভোগের উল্লেখ করলেন। তাতে দ্বাদশ ভান্ড পরিপূর্ণ ক্ষীর, রাত্রিকালে রাজভোগের পর শয্যাভোগে দেওয়া হয়। এই ক্ষীরের নাম অমৃতকেলি। এই ক্ষীর অমৃত বলে জগতে বিখ্যাত। এইভাবে কথোকথনের অব্যবহিত পরেই ভোগ–আরতির ঘন্টা বাজতে লাগল। পুরীগোঁসাই আরতি দর্শনের পরে দণ্ডবৎ করিয়া মনে ভাবিলেন, যদি বিনা ভিক্ষায় ক্ষীরপ্রসাদ একটু পেতাম, তাহলে আস্বাদ জেনে আমার গোপালকেও অমৃতকেলি নামে শয্যাভোগ দিতাম। কারণ পুরী অযাচক, ভিক্ষা করেন না, কেহ যেচে দিলে খান, তাও সবরকম জিনিস নয়, কেবল দুধ মাত্র পান করতেন। অন্য ক্ষীরের প্রতি লোভ জন্মাল বলে লজ্জিত হলেন ও শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। অনন্তর কাউকে কিছু না বলে শ্রীমন্দিরের পেছন দিকে গ্রামশূন্য হাটে বসে, শ্রীনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন।

পূজারী শ্রীগোপীনাথকে রত্ন পর্য্যঙ্কে শয়ন দিয়ে নিজ কার্য্যাবশেষ ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন শ্রীগোপীনাথ পূজারির তন্দ্রাবস্থায় আদেশ করলেন যে, 'পূজারী শীঘ্র উঠ, আমি ধরার অঞ্চল ঢাকা দিয়ে এক ভান্ড ক্ষীর রেখেছি, আমার মায়া দ্বারা তা তোমরা জানিতে পার নাই। মাধবেন্দ্র পুরী নামে এক সন্নসী হাটে বসে সংকীর্তন করছে; দরজা খোল এই ক্ষীর এখনি তাকে দিয়ে এস।' পূজারির অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তিনি স্নান করে শ্রীমন্দিরের দ্বার খুলে দেখলেন সত্যসত্যই এক ভান্ড ক্ষীর ধরার আঁচলে ঢাকা রয়েছে। পূজারী প্রেমানন্দে বিভোর হলেনে এবং সেই ক্ষীর নিয়ে হাটে গিয়ে পুরী গোঁসাইকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে লাগলেন— ''ক্ষীর লহ এই যার নাম 'মাধবপুরী'। তোমার লাগি, গোপীনাথক্ষীর কৈল চুরি। ক্ষীর লৈয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। তোমা–সব ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবণে।'' (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)। এই কথা শুনে পুরীগোঁসাই নিজ পরিচয় দিলেন। অনন্তর পূজারী ক্ষীরভান্ড গোঁসাইর হাতে দিয়ে ক্ষীরের বৃতান্ত বলে দন্ডবৎ প্রণাম করে মন্দিরে ফিরলেন। পুরী প্রেমাবিষ্ট হয়ে সেই ক্ষীর ভাবাবেশে সেবক করলেন। পরে মৃন্ময় পাত্রটিকে ধুয়ে নিয়ে তাকে ভেঙে ফেলনে। সেই ভান্ড ভাঙা খন্ডগুলি প্রতিদিন এক এক খানি করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য বহির্বাসে বাঁধিয়া রাখিলেন। অনন্তর সেই রাত্রে ধ্যানস্তিমিত নয়নে শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে রাসবিলাসকেলি দর্শন করতে লাগলেন— সখীগণ যেন রাধাকৃষ্ণের গুণগান করছেন, মধ্যস্থলে কিশোর–কিশোরী নৃত্য করে সখীমঞ্জরীবৃন্দের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবলেন যদি আমি দিনের বেলা এই হাটে থাকি তা হলে বহু লোকের সমাগম হবে এবং তারা আমার প্রশংসা করবেন। এই ভয়ে গোঁসাই সেই রাত্রি শেষে সেই স্থান থেকে শ্রীগোপীনাথকে দন্ডবৎ করে পুরুষোত্তমধামে যাত্রা করলেন। পরদিন প্রকৃতই গোঁসাইয়ের মহিমা হাটে প্রচারিত হল এবং সেই দিন থেকে শ্রীগোপীনাথের ''ক্ষীরচোরা'' নাম জগতে বিখ্যাত হয়ে গেল। প্রথমে মদনমোহন, দ্বিতীয় জয়গোপাল, তৃতীয়ে গোপীনাথ ও চতুর্থে ক্ষীরচোরা নাম ধারণ করলেন।

দ্বাপরে গোপিনীদের নবনীতমাখন চুরি করে ননীচোর, তারপর বসনচোর, ব্রজবাসী গোপগোপীগণের ও ভক্তবৃন্দের চিত্তচোর, তিনি যে আজ নতুন চুরি করলেন তা নয়। তাঁর চিরদিনই হরণস্বভাব বলিয়া নাম হরি হইয়াছে। পরে পুরীগোঁসাই শ্রীনীলাচলচন্দ্রমা দর্শন করিয়া জগন্নাথ সেবক ও সাধুমহান্তকে গোবর্দ্ধনের গোপালের বৃত্তান্ত কহিলেন। গোপাল চন্দন চাহিয়াছেন শুনে সকলেই রাজকর্মচারীকে জানালেন। কর্মচারী, রাজার কর্ণগোচর করে নীলচন্দন ও কর্পূর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ও এক সেবককে পুরী গোঁসাইয়ের সঙ্গে দিলেন। যাতে পথে নিরাপদে যেতে পারেন, সেজন্য গোঁসাইয়ের হাতে রাজবাহাদুরের আজ্ঞাত্র প্রদান করলেন। পুরী চন্দন নিয়ে আবার রেমুণায় আগমন করলেন। ক্ষীরচোরার সেবকগণ গোঁসাইকে চিনে সবিশেষ আদর ও শ্রদ্ধা করে রাখলেন। পূজারী রাত্রিতে অমৃতকেলি ক্ষীরপ্রসাদ সাদরে নিয়ে গোঁসাইকে অর্পণ করলেন। গোঁসাই ক্ষীর সেবনের পরে জগমোহন ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রিশেষে গোবর্দ্ধনের গোপাল এসে বললেন— মাধবপুরী! নীলচন্দনকর্পূর আমি প্রাপ্ত হইলা, তুমি এই চন্দন, কর্পূর মিশিয়ে গোপীনাথের শরীরে লেপন কর। গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করলে আমার অঙ্গের তাপ নিবারিত হবে। গোপীনাথ ও আমি একদেহ জানিও, মনে দ্বিধা করো না, আমার এই কথায় বিশ্বাস করো।

এই বলবার অব্যবহিত পরেই গোঁসাইর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে গোপীনাথের সেবকগণকে ডেকে বললেন 'এই নীলচন্দনকর্পূর একসঙ্গে ঘষে শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর। ইহাঁকে চন্দন দিলে আমার গোপাল শীতল হইবেন। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল গোপীনাথের সর্বাঙ্গে চন্দন চর্চ্চিত হবে। আমার সঙ্গে যে দুজন আছে, তারা ও তোমদের মধ্যে দুজন, এই চারজনে চন্দন ঘর্ষণ করবে।' সেবকগণ গোঁসাইর আদেশ শিরোধার্য করে আনন্দে চন্দন ঘর্ষণে নিযুক্ত হলেন। অনন্তর গোঁসাই গ্রীষ্মকাল সেখানে থেকে পুনরায় শ্রীপুরীধামে চলে গেলেন। সেখানে চাতুর্মাস্য যাপন করিয়া রেমুণায় আসলেন। এইভাবে বারম্বার যাতায়াতে তাঁর কাষ্ঠপাদুকা ভ্রমবশতঃ রেমুণায় পড়েছিল। কোনও সেবক সেই পাদুকা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধাশ্রম আজ পর্যন্ত রেমুণাতে বর্তমান আছে এবং সেখানে সেই পাদুকার অর্চন হয়। আজও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে বিয়াল্লিশদিন পর্যন্ত শ্রীগোপীনাথের সর্বাঙ্গে চন্দন লেপিত হয়ে থাকে। এই চন্দনযাত্রাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসবের প্রচলন। ভগবান গরমে আরাম পেয়েছে তাই ভক্তদের এই উৎসব বিভিন্ন মঠ–মন্দিরে। কৃষ্ণের বেশিরভাগ মন্দিরেই হয় এই উৎসব।

ভালোবাসার পাত্রে উথলে উঠল জীবপ্রেমের আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিষ্ণুপুরস্থিত বিবেক নিকেতনে ১৯৮৮ সালের ১ মে উন্মোচিত হয়েছিল অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের আবাসস্থল শিশু কল্যাণ ভবন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমিতির পশু প্রেমিকদের শাখা না মানুষের সমাধিক্ষেত্র ও অনাথ দুঃস্থ পশুদের আবাসস্থল ভালোবাসা। সমিতির প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর জীবপ্রেমের সার্থক রসায়ন। এই দুয়ে মিলে ১ মে প্রতিবছর পালিত হয় সমিতির শিশু ও পশুপ্রেমী দিবস। এবারেও তার অন্যথা হল না। শ্রমদিবসের বিকাল ও সন্ধ্যা বিবেক নিকেতনে হয়ে উঠল প্রেমিক দিবস। পোষ্যদের সমাধিগুলিতে গোলাপের গন্ধ আর মোমের আলো, মঞ্চে সুরের ঝর্ণাধারা। শ্রদ্ধায় আনন্দে শিশু ও পশুপ্রেমীদের উপস্থিতিতে বিবেক নিকেতনের প্রত্যেক ইঞ্চিতে ফুটে উঠল ভালোবাসার ফুল। বিকালে কল্যাণ দাসের উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত শুরু হওয়া অনুষ্ঠান রাতে শেষ হল আকাশ ও তার বন্ধুদের ব্যান্ডে। মাঝখানে শ্রুতিনাটক, হাস্যকৌতুক, গান নিয়ে হাজির হলেন আনন্দ পরিবারে সদস্য সদস্যা দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ সিনহা, জুলাই দাশগুপ্ত, সোম দাশগুপ্ত, মেঘ, বৃষ্টি ও অভিনেত্রী মানসী সিনহা। সঙ্গে অবশ্যই মঞ্চ আলো করলেন সমিতির অভিভাবিকা ও পরিবারের আরও এক সদস্যা বাসবী চট্টোপাধ্যায়। এরই ফাঁকে ছড়া ও আবৃত্তি পরিবেশন করল আশ্রমের কচিকাঁচারা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুর ছন্দ ধরে রাখলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। শোনালেন অতীতের কথা। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সুজাতা গুহ, সহ সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী, সদস্য সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, সুধীর নন্দী, কুনাল মালিক, হীরালাল চন্দ্র প্রমুখ। সব শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও সমিতির সকল সদস্য ও কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সম্পাদক।

শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের মে দিবসের অনুষ্ঠান

মলয় সুর, কলকাতা : শ্রমিক দিবসের দিন পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ কাঁকুরগাছি প্রধান কার্যালয়ে সন্ধ্যায় নিজস্ব মঞ্চে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিকেসি শ্রমিকমন্ডল কেন্দ্রের মহিলারা। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান সূচনা করেন রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একগুচ্ছ মন্ত্রীরা শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে, আইনজীবী ও তৃণমূল নেতা বৈশ্বনর চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সভার সাংসদ দোলা সেন, বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী, প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় কাউন্সিলার শান্তিরঞ্জন কুন্ড, সংগঠনের কমিটির সম্পাদক পার্থ প্রতিম ভৌমিক প্রমুখরা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ১৯৭৪ সালে রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ গঠিত হয়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়। শ্রমমন্ত্রী চিলেন গোপাল দাস নাগ। এই মে দিবস প্রথম আমেরিকার চিকাগো শহরে শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেন বুর্জোয়া মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে। তাদের বিভিন্নভাবে কোনও ১২ ঘন্টা আবার ১৬ ঘন্টা কর্মরত থাকতে হত। সেই শুরু। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বে এই দিনটি সেইভাবে পালন করা হয় না। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। সাধন পান্ডে বলেন এই শ্রমিক ভবনের হলটি বহু পুরানো ছিল। বর্তমানে আধুনিক মানের তৈয়ারি করা হয়েছে। যা পূর্বকলকাতায় এই ধরনের সুন্দর হল নেই।

কেমন সাঁতার কাটি দেখ..

উফ কী গরম : তীব্র গরমে হাসফাঁস তাই এর হাত থেকে নিস্তার পেতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় জলে নেমে পড়েছে সাদা বাঘ। ছবি : অরুণ লোধ

বজবজে মা মাটি মানুষ ভবনের উদ্বোধন

দীপক ঘোষ : পুজালি কর্মীসভা সেরে ফেরার পথে বজবজ ১ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি মূর্তির পাশে মা–মাটি–মানুষ ভবনের উদ্বোধন করেন ডায়মন্ডহারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ক অশোক দেব চেয়ারপার্সন ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত ও পম্পা ঘোষ সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য পম্পা ঘোষের উদ্যোগে ১ নম্বর ওয়ার্ডের এই তৃণমূল কার্যালয়টি সকলের নজর কেড়েছে এবং এতদঅঞ্চলে তিনি নজির সৃষ্টি করে মা–মাটি–মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন।

সি নে মা ঘ র

মনোরঞ্জনের উপকরণে ঠাসা 'ওয়ান'

বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে লিখছেন অজাতশত্রু

'০৩৩' ছবির মধ্য দিয়ে বিরসা দাশগুপ্ত যখন ছবি পরিচালনার জগতে এলেন তখনই তিনি বুঝিয়েছিলেন দর্শকদের এমন কিছু তিনি উপহার দেবেন, যাতে মনোরঞ্জনের উপকরণ যেন ঠাসা থাকে। গল্প হলেও সত্যি, শুধু তোমারি জন্য, গ্যাংস্টার পার হয়ে এবার এল 'ওয়ান'। আগের ছবিগুলি থেকে অনেক পরিণত, অনেক দুরন্ত। ভালো–মন্দের লড়াই যেন জমজমাট। কে জেতে কে হারে এমন ভাব। মন্দ লোক বলতে আমরা বুঝি ভিলেন, যে কি না নায়িকার দিকে হাত বাড়াবে, নায়কের সঙ্গে লড়াই চালাবে, শেষে নায়কের হাতে শেষ। এ ছবির মন্দ লোকটি হলেন আদিত্য সেন (প্রসেনজিৎ) প্রখর বুদ্ধি রাখেন। নিজে বৈজ্ঞানিক বলে এমন অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করতে পারেন যা সাধারণের নাগালের বাইরে। তাঁরই অঙ্গুলি নির্দেশে আমলা থেকে মন্ত্রী, প্রশাসনের বড় বড় কর্তারা ওঠেন বসেন। তবে কি তিনি অপ্রতিরোধ্য? না তা হলে তো ছবিই হবে না। পুলিশ অফিসার রণজয় (যশ দাশগুপ্ত) তার তিন বন্ধু সহকর্মী ও তার প্রেমিকা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মেঘার (নুসরত) সাহায্যে আদিত্য সেনকে শেষ করার খেলায় মাতেন। দুজনের বুদ্ধির দৌড় চিত্রনাট্যের গুণে (চিত্রনাট্যকার অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়) উপভোগ্য হয়ে ওঠে। পরিচালককে আরও সহায়তা করেছেন চিত্রগ্রাহক শুভঙ্কর ভড়। অপূর্ব ক্যামেরার কাজ। দুরন্ত অভিনয়। সেজন্য সাধুবাদ পাবেন সম্পাদক শুভ প্রামাণিক। এঁরা না থাকলে এ ছবি এত জমজমাট হতেই পারত না। অ্যাকশনে ভরা ছবিতে প্রেমপর্বের তেমন সুযোগ থাকে না। তাই প্রসেনের লেখা গান

অরিন্দমের সুরে মনে দাগ কাটে না। 'ভেঙে ভেঙে যাই তবু মচকাই না' অথবা 'তুমি যদি জাগো নদী হবে' গানগুলি হয়ে যায় এই মাত্র। সংলাপ ইতিমধ্যেই লোকের মুখে মুখে ফিরছে। বিশেষ করে আদিত্য'র মুখের সংলাপ ''আমি গরিব হয়ে জন্মেছি সেটা আমার বাবার দোষ, আর আমি যদি গরিব হয়ে মরি সেটা হবে আমার দোষ'' মনযোগ আকর্ষণ করে। সবাইকে চমকে দিয়ে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ। তিনি আসার পর থেকে উত্তেজনার তাপ বাড়তে থাকে। ভিলেনের অভিনয় যে দর্শকের মনোযোগ এমন আকর্ষণ করতে পারে তা প্রসেনজিৎ দেখালেন। যশ দাশগুপ্ত 'গ্যাংস্টার' ছবির থেকে আরও পরিণত হয়েছেন। তিনি অনেক দূরে যাবেন, তা বলা যায়। নুসরতের কিছু করার ছিল না। আদিত্যের বাবার চরিত্রে সুপ্রিয় দত্ত বেশ কিছু হাসির মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। বাংলা নববর্ষে 'ওয়ান' দেখতে দর্শকেরা যে সিনেমা হলমুখী, সেটাই এ ছবির সাফল্য সম্পর্কে মোদ্দা কথা।

সম্পর্কের উন্মোচনের দলিল 'বিসর্জন'

ছবি মুক্তির আগেই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জুটেছে 'বিসর্জন' ছবির ভাগ্যে। শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক (বাংলা) ছবির পুরস্কার। ফলে আগ্রহটা বেড়ে যায় ছবি দেখার ব্যাপারে। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় একই সঙ্গে এ ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং প্রধান চরিত্রাভিনেতাও (গণেশ) বটে। তিনি সব দিক থেকে নিজের প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়েছেন। দেশে দেশে ধর্মের জাঁতাকলে পড়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেখানে উগ্র উন্মত্ততায় বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ছে, তখন এমন এক সম্প্রীতির যখন মনকে ভরিয়ে দেয়। এ ছবির মূল কাষ্টটি যেখানে বাংলাদেশের, তাই সিংহভাগ সংলাপ বাঙাল ভাষায়। কিন্তু এত সুন্দর করে সে সব সংলাপ শিল্পীরা বলেছেন, তখন বাঙাল ভাষা নিয়ে যে হাসির খোরাক তৈরি হয়, তা নিমেষে উধাও হয়। ফলে মন ভরিয়ে দেয় সে সব সংলাপ। ভাষার ইতিহাসে সম্ভবত ভাষাকে বঙ্গালি উপভাষাই বলা হয়ে থাকে।। মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো অভিনয় করেছেন নায়িকা জয়া এহসান (পদ্মা)। মন্ত্রমুগ্ধ হতে হয় তার অভিনয়ে। বিশেষ করে দাগ কেটে যায় যখন নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায় (সোলেমান) সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ছেন ঘরে এসে, নায়িকার মনে তখন তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি উথলে ওঠে। অশ্রুসিক্ত নীরব অভিব্যক্তি দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। গণেশের চরিত্রে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় এক কথায় নিখুঁত। দীর্ঘদিন ধরে বিধবা পদ্মাকে তিনি ভালবাসেন, অপেক্ষা করে থাকেন, তার এই নিখাদ ভালোবাসার সৃষ্টিকারী কাউকে তিনি রেয়াত করেন না। আবির এ ছবির আরেক স্তম্ভ। অসহায় ভাবগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অনায়াসে। ডাক্তারের চরিত্রে অরুণ গুহঠাকুরতাও নজর কাড়েন। তবে গণেশের চামচার চরিত্রে ভোলা তামাং–এর অভিনয় অতিরঞ্জিত। পুরোহিতের চরিত্রে শ্যামল দত্ত শুধু সংলাপ আউরে যান।

এমন মন ভালো করা ছবি দেখেও দু'একটা প্রশ্ন মনে থেকে যায়। এমন কি বাংলাদেশে এমন দোর্দন্ডপ্রতাপ হিন্দু আছেন, যার ভয়ে সকলেই তটস্থ। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদের ব্যাপারে দোকানী তাই পদ্মাকে মনে করিয়ে দেয়। হিন্দু ঘরে কোজাগরী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী পূজায় প্রতিমা তখনই স্থানচ্যুত করা যায় যখন পূর্ণিমা তিথি শেষ হয়। এখানে লক্ষ্মীর (কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) কোলে করে মা লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে আসা হল পদ্মার বাড়িতে। শেষটা এই প্রতিবেদকের কাছে খানিকটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছে। নায়ককে ইন্ডিয়াতে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। দূরবীন দিয়ে পুলিশের নিরীক্ষণ এই ইঙ্গিত করে যে নায়কের বিসর্জন ঘটতে চলেছে। তার আগের রাত্রিতে এক রাশ ঘুমের ওষুধ খেয়ে, মদ্যপান করে পদ্মা যে কান্ড কারখানা করেন তাতে মনে হয়েছিল ভ্যান রিক্সাতে বসেই বোধহয় তারও অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু পরিচালক তা করেননি। পদ্মা আবার সংসার পেতেছেন। আর মনে তেমনভাবে ভরেনি কালিপ্রসাদের সুর সৃজনে। প্রচলিত গানগুলিতে তিনি নতুন আঙ্গিকে জড়ে গানগুলিকে যেমন জনপ্রিয় করেছিলেন, এ ছবিতে মৌলিক সৃষ্টির গানগুলি তেমন বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি। তবু সব ছাপিয়ে মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সৃষ্টি দীর্ঘদিন মনে থেকে যাবে।

কাননদেবী স্বল্পদৈর্ঘের চলচিত্র উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ্যারাবেল–১ এর উদ্যোগে গত ৩রা ও ৪ঠা মে কলকাতার রোটারি সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কাননদেবী শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। যার উদ্বোধন করেন অভিনেতা চিরঞ্জিত। উপস্থিত হয়েছিলেন জেনিভা রায়, পাপিয়া অধিকারীর মত চলচিত্র ব্যক্তিত্বরা। মোট ৩৫টির মতো ছবি দেখানো হয়। গত দুদিন ধরে সুন্দর মনোরম পরিবেশে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। সূচনা হয়েছিল প্রীতম সরকারের 'ব্লোজম' ছবি দিয়ে। সাড়া জাগিয়েছে বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'রং ওয়ে' ছবিটি। অভিনয় পরিচালনা ও সম্পাদনা যার চমৎকার। এছাড়া মানব মুখোপাধ্যায়ের 'অঞ্জলি', দেবাশিস সরকারের 'লিপস্টিক', অভিনন্দন–এর 'ধ্রুবতারা', বাদল সরকারের 'ঘুঙুরু', পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তবুও অন্তহীন', কনকরঞ্জন পান্থীর 'কাকুন্তলা', শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'ক্যান্সার', পার্থ প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের 'আর নয়', মলয় চক্রবর্তীর 'সেকেন্ড ইনিংস', অশোক মঠের 'চৈতন্য যোগ', অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা' সঞ্জীব নস্করের 'দিবাস্বপ্ন', তামুরাগ এবং কৌশিকের 'ডিভাইন সেক্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।দুদিনের এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি থেকে ছটি ছবিকে পুরস্কৃত করা হয়। 'ডিভাইন সেক্স', 'ব্লোজম', 'রংওয়ে' ও 'ম্যান অফ ম্যান' তার মধ্যে অন্যতম।উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন বলেন, বাংলা চলচিত্রকে সমৃদ্ধ ও বর্ধিত করতে এবং নতুন নতুন পরিচালক তথা অভিনেতা অভিনেত্রীদের শিল্প ক্ষমতাকে তুলে ধরতে কাননদেবী স্মরণে তার জন্মশতবাষিকী উদযাপনে এই কাননদেবী স্মৃতি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র উৎসবের সংকল্প আমরা নিয়েছিলাম। সেটা ভালভাবে এবং দর্শকদের বিপুল সাড়া এই উৎসবকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাবা–মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে শুরু রুদ্রনীল চৌধুরীর ''ব্লু–রিবন''

শুভঙ্কর ঘোষ : যিনি সব্যসাচী চক্রবর্তী, লকেট চ্যাটার্জী, অনুরাধা রায়কে নিয়ে 'দংশন' সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী, সাহেব, মমতাজ অভিনীত 'শুধু তোমাকে চাই' মত ছবি বানিয়েছেন সেই পরিচালক রুদ্রনীল চৌধুরী তার তৃতীয় ছবি ''ব্লু রিবন'' এর মহরৎ করে টানা শ্যুটিং শুরু করলেন, বেহালা চৌরাস্তার পাশে এক বড় বাড়িতে। সেদিন অভিষেক চ্যাটার্জী, অঞ্জনা বসু, লীনা চন্দ আর নায়িকা পায়েল মুখার্জীকে নিয়ে শ্যুটিং করলেন। ছবির শ্যুটিং হবে কলকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া ঝাড়খন্ড এবং উত্তরবঙ্গের মনোরম লোকেশনে।

ছবির গল্প সম্পর্কে শ্যুটিংয়ের মাঝে এক ফাঁকে পরিচালককে পাকড়াও করি। তিনি বলেন, ছবিটা বাবা–মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে। ছেলেবেলায় মার থেকে বেশি কাছের ছিল বাবা। মা একজন সঙ্গীত শিল্পী হওয়ায় মা তার লোকজন তার জগৎ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। স্বামী–মেয়েকে দেওয়ার মত সময় কোথায় তার। নিজের পৃথিবীতে মগ্ন। এই সময় বাবা মার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় মেয়েটি বাবাকে মিস করতো। কারণ বাবাই ছিল তার একমাত্র বন্ধু বা গার্ডজিয়ান। মা থেকে মা বাবার দুই–এর ভালবাসা সে বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। মেয়েটি একসময় বড় হয়, সে সাংবাদিক হয়ে বাবাকে খুঁজে বার করার প্রয়াস করতে থাকে। মার কাছে থাকলেও সে মায়ের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত। তার পিছনে অবশ্য কারও রয়েছে। একটা সময় সে তার বাবাকে খুঁজে পায়। কিন্তু সে দেখে তার বাবা আর সেই বাবা নেই। তারমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যে দিয়া তার সহকর্মী ঋষির প্রেমে পড়ে। দিয়ার বাবাকে নিয়ে ঋষির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়। দিয়া কি পারবে তার বাবাকে মাকে পথে ফেরাতে? ঋষি আর দিয়ার ভুল বোঝাবুঝি কি এমনই থাকবে। এভাবে কাহিনী এগিয়ে যাবে ক্লাইমেক্সের দিকে। পরিচালকের মতে ছবির কাহিনী প্রধান আকর্ষণ। ছবিতে দিয়ার মা একজন সিঙ্গার হওয়ায় ছবিতে গানের একটা মহত্ব রয়েছে। দীপ্তনীল চৌধুরীর সুরে ছবিতে গান গেয়েছেন শুভমিতা, রূপঙ্কর, অন্বেষা ও শ্রীকান্ত আচার্য।

অভিষেক চ্যাটার্জী, অঞ্চনা বসু, লীনা চন্দ, খরাজ মুখার্জী, সায়নী মুখার্জী, পায়েল মুখার্জীদের অভিনয় ছবির একটা বড় সম্পদ। এখন পর্যন্ত পরিকল্পনা রয়েছে এই ছবি ১৫ই আগস্টে মুক্তি পাওয়ার।

পরিচালক আরও বলে, আমি সম্পূর্ণ ষোল আনা বাঙালি আনা বজায় রেখে একটা ভাল ছবি করার প্রয়াস করছি। যে ছবি কাহিনী গান, অভিনয়, লোকেশনে মানুষকে মুগ্ধ করবে।

আশিস সাহার প্রযোজনায়, প্রণব কুমার গুহ নিবেদিত এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন স্বয়ং পরিচালক রুদ্রনীল চৌধুরী।

দুর্গা বাড়ির অন্দরমহলের ছবি 'দুর্গাসহায়'

ইতিপূর্বে এবার শবর, ঈগলের চোখ, হর হর ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ পর্ব উপহার দিয়ে বাঙালি দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিলেন পরিচালক অরিন্দম শীল। টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ছিল ছবিগুলি। তবে এও ঠিক যে প্রথম দুটি ছবির কাহিনি উঠে এসেছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলম থেকে, পরের দুটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে। অর্থাৎ এ গল্পগুলির সঙ্গে পাঠকেরা পূর্ব পরিচিত ছিলেন। সদ্য মুক্তি পাওয়া 'দুর্গা সহায়' ছবিটির কাহিনি অর্থাৎ চিত্রনাট্য এবং সেই সঙ্গে সংলাপ অরিন্দমের নিজের। সঙ্গে রয়েছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। ফলে একটা বিরাট পরীক্ষা ছিল পরিচালকের। সেদিক থেকে তিনি যে উতরে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙালির জীবনে দুর্গা পূজার মহিমা নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। এমন এক দুর্গাপুজার বাড়িকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে ঋতুপর্ণ ঘোষ 'উৎসব' ছবিটি বর্ণনায় ছিলেন। সে কথা মাথায় রেখে অরিন্দম এ ছবিটি উৎসর্গ করেছেন 'উৎসব ও ঋতুপর্ণ ঘোষ'কে।

এমনিতে সাদামাটা গল্প। বাড়ির মালিক বিপত্নীক (সুমন্ত মুখোপাধ্যায়) নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরছেন। কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই ওই বাড়িতে দুর্গা পূজা। ভদ্রলোকের বড় ছেলে (কৌশিক সেন), বড় বৌ (দেবযানী), নাতি (ঋতব্রত), ছোট ছেলে (ইন্দ্রশিস), ছোট বৌ (তনুশ্রী চক্রবর্তী) একই বাড়িতে থাকেন। পূজা উপলক্ষে মেয়েও (সম্পূর্ণা) হাজির। বৃদ্ধকে দেখাশোনার জন্য যে আয়া কাম নার্স রাখা হল তারই নাম দুর্গা (সোহিনী সরকার)। দুর্গার আগমণের পর থেকে নানান নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। মহালয়ার দিন থেকে দশমী পর্যন্ত সেই নাটকের বিস্তার। দুর্গা ওরফে চায়না কিভাবে এই পরিবারের দুর্গতি করতে এসে দুর্গতিনাশিনী হয়ে উঠল পর্বে পর্বে সেই রহস্যই উন্মোচিত। মানবিকতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে দর্শকের প্রাপ্তির ভান্ডার অপূর্ণ থাকে না।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় তনুশ্রী চক্রবর্তীর। নরম মাটির টান যেন তার চরিত্র জুড়ে, তাকে তিনি সদব্যবহার করেছেন। চমকে দিয়েছে নাতির চরিত্রে ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়। যতক্ষণ পর্দা জুড়ে ঋতব্রত ততক্ষণ দর্শক আনন্দ পেয়েছেন। কৌশিক সেন থাকলেই তাঁর চরিত্রের কোনও একটা দুর্বলতার দিক দেখাতেই হবে; এমনটা না করলেও চলত। সোহিনী যত্নের সঙ্গে দুর্গাকে রূপায়িত করেছেন। সম্পূর্ণাকে বেশ পৃথুলা মনে হয়েছে। সুমন্ত, ইন্দ্রাশিস, দেবযানী, অনির্বাণ সকলেই চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। ইন্দ্রাশিসের কন্ঠস্বরটা শিল্পী সম্পদ। চিত্রগ্রাহকের দায়িত্বে থাকা গৈরিক সরকার বা সম্পাদক হিসাবে সুজয় দত্তরায় আলাদা কোনও কৃতিত্ব বহন করেন না। আবহসঙ্গীত রচনায় বিক্রম ঘোষ আরেকবার তার প্রতিভার পরিচয় দিলেন। নানান গানের কোলাজ দুর্গা পূজার রাত্রিকে আরো ঝলমল করেছে। 'বাহুবলি ২'–এর মুক্তির দিনে 'দুর্গা সহায়' মুক্তি পেয়েছে, তার মানে টক্করটা জব্বর। তবে 'দুর্গা সহায়'এর সম্বল হল এর বাঙালিয়ানা, সেটা মানতেই হবে।

মাঙ্গলিকী

'অ্যানডাওমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় রোটারি সদনে অনুষ্ঠিতহল 'অ্যানুয়াল অ্যানডাওমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি'। বর্ণাঢ্য এই উৎসবে ৮৫ জন প্রাপক পেলেন বিভিন্ন বিশিষ্ট জনের নামাঙ্কিত পুরস্কার। যে সব পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এগারো লাখ টাকা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেমন পুরস্কৃত হলেন, তেমনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন আর্থিক সহায়তার পুরস্কার পেলেন। এ ছাড়া জনহিতকর চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রোটারির বর্তমান সভাপতি নীলিমা যোশী, সম্পাদক রাজকুমার আগরওয়াল, রোটারি সদন অফ ক্যালকাটা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডাঃ অশোক বসু এবং ডিসট্রিক্ট গভর্নর শ্যামাশ্রী সেন। শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন শ্যামল মিত্র। পুরস্কার প্রাপকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনেরা। সকলেই এই উৎসকের মূল কথা শোনালেন। বিশিষ্ট অতিথিদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। স্মারক উপহার চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন নীলিমা যোশী। অতিথি আপ্যায়ণের আয়োজক ছিলেন ডা. অশোক বসু এবং ডাঃ জ্যোৎস্না বসু, ড. শঙ্কর ঘোষ ও ড. সুজাতা ঘোষ এবং শশী ভার্গব ও অনিল ভার্গব। বিশাল সংখ্যক রোটারিয়ানরা সস্ত্রীক উপস্থিত থেকে এই উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিলেন।

বিশ্ব কবিতা দিবসে সাহিত্য পত্রিকা আকাশ বলাকার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১শে মার্চ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব কবিতা দিবসে সাহিত্য পত্রিকা আকাশ বলাকার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন যুবা প্রতিভা জয় ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশক ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি সুনীল গুহ (যথারীতি অনুষ্ঠান যাতে 'এলোমেলো' হয়, সেই ভাব বজায় রাখেন!)। অনুষ্ঠানের শুরু হল পত্রিকার মহিলা শিল্পী গোষ্ঠীর সমবেত উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'আগুনের পরশমণির' (হোঁচট সহ) পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাগত ভাষণে সুনীল গুহ সকলকে ধন্যবাদ জানালেন পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। অকাল প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এরপর সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে কালিকাপ্রসাদের জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে সভায় বরণ করে নেওয়া হল। অনুষ্ঠানের আয়োজক সুনীল গুহও এই সময়ে আসন গ্রহণ করেন, তাঁর হাতেও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হল।

এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছোঁয় তাঁরা হলেন পাপিয়া দে দাস ('বসন্ত তোমাকে', রোমান্টিক কবিতা), গীতা বৈদ্য ('জল, মাটি, আলো'), গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ('ছায়া ঢাকা পথ ধরে'— সুন্দর স্মৃতিমেদুর কবিতা), যুবা প্রতিভা স্বরূপ চক্রবর্তী ('প্রেম', অতি মননশীল কবিতা), 'ফটোওয়ালা' (নিজেই নিজের নামকরণ করেছেন!) শুভাশিষ সরকার ('ভালবাসা তুই'— রোমান্টিক কবিতা, শব্দ চয়ন লক্ষণীয়, পাঠও ভাল), নিতাই মৃধা ('এত ভালো তবু অন্ধকার'— গভীর ভাব সমৃদ্ধ ও পাঠও ভাল), নীপা চক্রবর্তী ('নারী', কবিতাটি কবির 'সিগনেচার পিস' হিসাবে গণ্য হতে পারে; পাঠও ভাল), পামেলা শূর ('কালিকাপ্রসাদ তোমায় নিয়ে'— আবেগ বর্জিত যথাযথ শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ কবিতা) প্রমুখ।

এদিন গানে গানে যাঁরা আসর উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন সুমন বড়াল ('আমার সোনার বাংলা'), শ্যামল বিশ্বাস ('যখন তুমি বাঁধছিলে তার'), সুরেলি রায়, তিলক ভট্টাচার্য, বিমল চক্রবর্তী (সমবেত সঙ্গীত— শীর্ষ শিল্পী সুরেলি রায়— পরে সুরেলি অসাধারণ রাগমিশ্রিত গানও শোনান)। আসরে প্রথম এলেন সঙ্গীত শিল্পী বনানী ব্যানার্জী, শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীত ('দয়া দিয়ে' ভালই, তবে কন্ঠস্বর চাপা)।

এদিন আসরে কিছুটা পরে আসেন বিশিষ্ট কবি মৃণাল বসু চৌধুরী। তাঁকেও মঞ্চে বসিয়ে, হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর মঞ্চে 'আকাশ বলাকা' সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল বসু চৌধুরী ও সুনীল গুহ। এছাড়া এদিন নদিয়া থেকে আগত কবি হরেন্দ্র নাথ গোস্বামীকে মানপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। শ্রী গোস্বামী শোনালেন তাঁর কবিতা 'অমর তিনি'। সুনীল গুহ পাঠ করলেন বিশ্বকবির কবিতা, 'আলো আমার আলো' (পরে যা গান হয়)। পাঠ করলেন বিশ্ব কবিরই নিজস্ব ইংরাজী অনুবাদ। তরুণ আবৃত্তিকার ঋতুরাজ (?) শোনালেন মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা, কখনও পুরুষ, কখনও নারী কন্ঠে— নতুন প্রয়াস।

প্রশ্ন : শ্রদ্ধেয় কবি মৃণাল বসু চৌধুরী খানিকক্ষন পরে হঠাৎই আসর ছেড়ে চলে গেলেন!??...

শ্রদ্ধেয়া কবি কৃষ্ণা বসু আসরে এলেন অনেক পরে। তাঁকেও মঞ্চে বসিয়ে হাতে পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। তিনি কবিতা নিয়েই মনোগ্রাহী ভাষণ দেন— বলেন, 'কবিতাই হল শ্রেষ্ঠ শিল্প'। একটি চিনা কবিতার ('প্রশ্ন') ৩ লাইন বললেন; দীর্ঘ সময় ধরে নিজের কম বয়সের লেখা কবিতা 'তীব্র সংক্রমণ', পরিণত বয়সের লেখা কবিতা 'কন্যাভূষণ' শোনালেন। শোনালেন তাঁর বহুবার শোনা কবিতা, 'মেয়ে মানুষের লাশ'। তবে এদিন সময়ের অভাবে ডাঃ কল্যাণ পাল, সুজিত দেবনাথ, প্রবীর নন্দী, তারাশংকর দত্ত, শেফালি সরকার, সুকুমার মন্ডল–এর মতো অনেকের কবিতা শোনা হল না। যা সেদিনের অনুষ্ঠানকে অপূর্ণ রাখল। এমনকী সভার সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা যাঁর কাছে শ্রোতাদের অদম্য প্রত্যাশা তিনিও তাঁর সমৃদ্ধ স্বভাব হিসাবে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যন্ত নির্বাক রইলেন। অবশ্য শেষে মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের আন্তরিক ডাকে সাড়া দিয়ে মাতৃভাষা চর্চা নিয়ে কয়েকটি কথা বললেন, শোনালেন তাঁর একটি মাত্র অনুকবিতা যা এককথায় 'অনবদ্য'। এটুকুই সেদিনের যা প্রাপ্তি। এদিন আকাশ বলাকার অনুষ্ঠানটিকে ইনট্রিগাল ক্যালকুলাসের ফর্মে ফেলে বলা যেতে পারে এটি হল সেই অনুষ্ঠান যার 'লিমিট জিরো' যদি হন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা, তবে তার 'লিমিট ইনফিনিটি' হলেন শ্রদ্ধেয়া কবি কৃষ্ণা বসু।

সঞ্চালক জয় ভট্টাচার্যকে এদিন 'বৃহৎ কসরত' করতে হয়েছে অনুষ্ঠানকে ঠিক ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে। সাবাশ!

গভীর দুঃখ : অনুষ্ঠান যখন শুরু হল তখন বাংলা আকাদেমির সভাঘরের একটা আসনও খালি ছিল না; অথচ সন্ধ্যা ৭টা বাজতে না বাজতেই সভাঘরের অর্ধেকেরও বেশি আসন খালি হয়ে গেল, 'আকাশ বলাকা' দলের অধিকাংশ 'বলাকা'ই তাঁদের কূলায় ফিরিয়া গেলেন'— 'লিটল ম্যাগাজিন জগতের 'চরিত্র' বজায় রইল— আর কি চাই ???

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

১ পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় বাগান

নয়া মরশুমে আইএসএলে লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন

অরিঞ্জয় মিত্র

খাদের কিনারায় পালতোলা নৌকা যে ডুবেছিল তার ভেসে ওঠার আশা রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বার কয়েক জেগে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সলিল সমাধি লাভ করল। আশা জেগেছিল তখনই যখন শিলং এফসির কাছে অকস্মাৎ ০-১ পিছিয়ে যায় আইজল। আবার কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে যখন বাগানের বিরুদ্ধে সমতা ফিরিয়ে আনে গ্রুপের একেবারে নিচের সারির দল চেন্নাই তখন সবাই হায় হায় করে উঠে বলে ওঠেন, নাহ! আর হল না। পরে অবশ্য সনি নর্ডির গোলে বাগান ২-১ গোলে চেন্নাইকে হারিয়ে দেয়। তখন অবশ্য আই লিগ জয়ের শেষ আশাটুকু নিভে গিয়েছে বাগানের। কারণ আইজল যে সমতা ফিরিয়ে এনেছে শিলংয়ের মাঠে। ব্যস, আই লিগের ইতিহাস বরণ করে নিল তার নতুন চ্যাম্পিয়নকে। তবে সবুজ মেরুনের পক্ষে এটাই স্বান্তনা যে, তারা দ্বিতীয় হলেও চ্যাম্পিয়ন আইজলের সঙ্গে পয়েন্টের তফাৎ মাত্র এক। অবশ্য আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর রানার্স হওয়ার মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য এটা বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে।

হয়তো আই লিগ, যার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাম ছিল জাতীয় লিগ তার কৌলিন্য হয়তো এবারই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ ফেডারেশনের মতি যা তাতে আগামী বছর থেকে আইএসএলই হতে চলেছে দেশের প্রধান লিগ। সেক্ষেত্রে কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফ সিকে আইএফএফ কর্তারা প্রাথমিকভাবে বেছে নিতে চলেছেন এ ডিভিশন তকমা পাওয়া আইএসএলে। আই লিগ তখন দ্বিতীয় ডিভিশনের মানে নেমে আসবে। কিন্তু এবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফ সিকে বাদ দিয়ে কিভাবে আইএসএল হয় স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন আইজল কর্তারা। কোচ খালিদ জামালও এ নিয়ে দারুণ সরব। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আইজল যদি আইএসএল-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে আটলেটিকো কলকাতা, দিল্লি ডায়নামো, কেরল ব্লাস্টার্সদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লড়তে দেখা যাবে ইস্ট-বাগান-বেঙ্গালুরু ও আইজলকে।

গত ৪ বছরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে এর মধ্যে দুবার আই লিগ পেয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। আর একবার মোহনবাগান। এবার জিতলে গত ৩ বছরের মধ্যে ২ বার আই লিগ জয় হত সবুজ-মেরুনের। সেদিক থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল অনেক পিছিয়ে। বস্তুত নব্বইয়ের দশকের পর আর আই লিগের নামগন্ধ নেই লাল-হলুদে। সেদিক থেকে বাগানের গ্রাফ এখন চড়চড়ে ওপরে উঠছে। দেশের অন্যতম সেরা টিম নিঃসন্দেহে সঞ্জয় সেনের দল। গত ৩ বছরের ধারাবাহিকতা হারিয়ে বেঙ্গালুরু এখন নিচের সারিতে। গোয়ার দলগুলি তাদের কৌলিন্য হারিয়েছে। এমতাবস্থায় বাগানের সামনে দেশের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে একমাত্র উঠে এসেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইজল এফসি।

বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা ধাপ পেরিয়ে ১০১ তম স্থানে উঠে আসার পর ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও দেশে ফুটবলকে আরও ছড়াতে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন এই গেমসকে। তার ফসল হিসেবে আইজলের উঠে আসা কার্যত ফেডারেশনের কাছে আশীর্ব্বাদস্বরূপ। কিন্তু সহজে আইজলের কার্যসিদ্ধি হতে দেবে না বাগানের মতো অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া দল, এটা বোঝাই যাচ্ছিল। তাই নবীন আইজল বনাম প্রবীন বাগানের মোকাবিলা হিসেবেও এই দ্বৈরথকে দেখা হচ্ছিল। পাহাড়ের এই মেগা যুদ্ধে বাগানের যেমন মাইনাস পয়েন্ট বিপক্ষের মাটিতে খেলা তেমনই ঘরের মাঠ আইজলের কাছে চাপ তৈরি করেছিল ষোলোআনা। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে এই ধরণের ম্যাচে টেনশনের সামাল দিতেই তুলনামূলক আনকোরা প্রতিপক্ষ নাজেহাল হয়ে যায়।সেই ভুলটা করেনি আইজল। প্রথম থেকেই তারা বাগানকে চাপে রাখে। শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত হয় সবুজ-মেরুনকে হারিয়ে।

মোহনবাগানের সবথেকে প্লাস পয়েন্ট যেটা তা হল মোটের ওপর গত ৩-৪ বছর ধরে এক টিম ধরে রাখা। সনি নর্ডি, কাতসুমি, দেবজিত, সৌভিক, প্রবীর, জেজে, বলবন্তরা দীর্ঘদিন ধরে বাগানে ফুল ফুটিয়ে আসছেন। দলের মধ্যে একটা পারিবারিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এই আবহ চট করে ভারতের কোনও ক্লাবে পাওয়া যাবে না। একসময় গোয়ার দলগুলো লাগাতার সাফল্য পেয়েছিল এই এক টিম ধরে রাখার মানসিকতায়। ডেম্পো, চার্চিলের টানা আই লিগ জয় এই নীতির ওপর ভর করেই সাকার হয়েছিল। বাগানের কাছে আই লিগের ব্যর্থতা এখন অতীত। একইভাবে নতুন কোচের হাত ধরে মর্গ্যান পরবর্তী অধ্যায়ের ইস্টবেঙ্গলও একদা ভারতসেরা এই টুর্নামেন্টে সফল হতে চাইছে। এর সঙ্গে বেঙ্গালুরু ও আইজলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবারের ফেড কাপকে আলাদা মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনাল্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু-আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে-আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে।

ক্যারাটিয়ানের কীর্তিকলাপ

রিম্পি ঘোষ: জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে। আশা ছিল জাতীয়স্তরেও ক্যারাটে প্রতিযোগিতাতেও ভালো কিছু করে দেখাবে। তাই হল। সারা বাংলা ২১ - তম রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কুমিতে বিভাগে সোনা জেতে দমদমের বছর বারোর মেয়ে অদিতি রায়। মাত্র চার বছর বয়স থেকে অদিতির ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তখন থেকে হুগলি জেলার জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে-ডো-অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সংস্থার অধীনে সেনসাই তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে অদিতি। ২০০৯ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে সে। তখন থেকেই নজরে ছিল অদিতি। ওই বছরই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে দুটি বিভাগেই রূপোর পদক লাভ করে সে। এর দু বছর পর ২০১১ সালে সিঙ্গাপুরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে অদিতি। গত কয়েক বছর ধরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অদিতির সাফল্যের খতিয়ান রীতিমত চমকপ্রদ। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ২০১২ সালে ২টি সোনা, ২০১৩ সালে পরপর দুটি প্রতিযোগিতায় ২টো করে মোট ৪টে সোনা, ২০১৪ সালে দুটি প্রতিযোগিতায় ৩টে সোনা ও ১টি ব্রোঞ্জ, পরের বছরও জয়পুরে আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় ২ টো ব্রোঞ্জ এবং ওই বছরই চতুর্থ আইএসকেএস ইষ্ট-ইন্ডিয়া ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২টো সোনা এইরকম জাতীয় স্তরের অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে অদিতির ঝুলিতে।

এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অদিতির সাফল্যের তালিকাও যথেষ্ট দীর্ঘ। ২০০৯ ও ২০১১ সাল ছাড়াও ২০১৪ সালে ইন্দো - নেপাল ওয়াডো - কাই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ১ টি সোনা ও ১ টি রূপো, গতবছর ২০১৬ সালে জেকেএফএসকাই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ২ টো সোনার পদক ও ব্ল্যাকবেল্ট প্রতিযোগীদের বিভাগে ১ টি রূপোর পদক জয় করে সে। মে মাসেই অদিতি দিল্লিতে জাতীয় স্তরের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাচ্ছে। বর্তমানে সে দমদমের সেন্ট জন্স ডায়াসেশন গার্লস হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। অদিতির প্রিয় বিষয় অঙ্ক ও জীবন বিজ্ঞান। অদিতির এই সাফল্যে স্বভাবতই তার পাড়া, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার সকলে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। অদিতির পরিবারে রয়েছেন বাবা মোহন রায় (নেদারল্যান্ড কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার), মা সুজাতা রায় (মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষিকা) ও ঠাকুমা সুমিত্রা রায়। ক্যারাটে ছাড়া অদিতির অন্য প্রিয় খেলা হল ফুটবল। প্রিয় দল ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড, প্রিয় খেলোয়ার মেসি। পড়াশোনার পাশাপাশি অদিতি পাশ্চাত্য গান গায় ও গিটার বাজায়। ভবিষ্যতে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে চায় অদিতি।

উদীয়মান ক্রিকেটার অভ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় বলে 'বাপ কা বেটা'। বাবা খেলোয়াড়, ছেলেও, অমিল শুধু একটাতেই। বাবা অমর নাথ দাস ছিলেন কবাডি খেলোয়াড়। ছেলে অভ্র দাস ক্রিকেটার। চুঁচুড়া সাঁকো মোড় এলাকার বাড়ির একমাত্র সন্তান আড়াই বছর বয়স থেকেই ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিয়ে খেলতেন। গত বছর কলকাতা বিবেকানন্দ পার্কে অনুর্দ্ধ ১৩ ইয়ো কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলে। সেখানে সৌরভ ২২ ইয়ার্স স্পোর্টস স্কুল আকাদেমি চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স হয় মিডল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট আকাদেমি। টুর্নামেন্টে ১৬টি দল ছিল। অভ্র সম্বরণ ক্রিকেট আকাদেমির হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স থাকার জন্য ভাল খেলে। সে ৮ ওভার বল করে রান দিয়েছে ৩২। নিজে ৩২ রানে অপরাজিত থাকে। এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে বিশিষ্ট ক্রিকেটাররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৌরাশিস লাহিড়ী, রণদেব বসু, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। অভ্র চন্দননগর গ্যাঞ্জেস গুরুকুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বাঁহাতি লেগ স্পিনার এবং ডানহাতি ব্যাটসম্যান। যাকে বলে একজন অলরাউন্ডার ক্রিকেটার। সে ময়দানে ক্লাব ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করে কলকাতা আড়িয়াদহ শখের বাজার ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় বিভাগীয় লিগে। বর্তমানে বিবেকানন্দ পার্কে সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রিকেট আকাদেমিতে অনুশীলন করছে। বাবা অমর নাথ দাস সরকারি কর্মী। মা কাকলী দাস গৃহবধূ।

তাকে তার বাবা ও মা সপ্তাহে শনি ও রবিবার সম্বরণ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে নিয়ে যান। সেখানে সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কোচের কাছে শিখছেন আধুনিক ক্রিকেটের নানান খুঁটিনাটি। ২০১৬ সালে যে অনূর্দ্ধ ১৩ বিভাগে ইডেনে অনুষ্ঠিত অম্বর রায় ট্রফির ফাইনালে সৌরভ ২২ ইয়ার্স স্পোর্টস স্কুল আকাদেমি চ্যাম্পিয়ন হয়। সে ইছাপুর শিশির দাস ক্রিকেট আকাদেমিতে খেলায় রানার্স হয়। তারই মূলত একার ঘাড়েই সামলেছে বোলিং-এর দায়িত্ব। সদ্য ২০১৭তে হুগলি জেলার হয়ে মালদহ ইংলিশ বাজার স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে বর্ধমান চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে। রানার্স হয় হুগলি। সে মোট সর্বোচ্চ ১৫৭ রান করে ও সর্বাধিক ১০টি উইকেটে নিয়ে শিরোনামে চলে আসে।

ছেলের খেলাধুলার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন বাবা অমরবাবু। বাড়ির সকলের ইচ্ছেটাই যে অভ্র ক্রিকেট খেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। এই কারণে অভ্রর বাড়িতে শ্যাডো প্র্যাকটিস করার সুবিধার জন্য নেট লাগিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তার প্রিয় ক্রিকেটার মারকুটে ব্যাটসম্যান ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এছাড়া বাংলার সন্দীপন দাসের খেলা ভাল লাগে। আর অন্যদিকে আইপিএল ক্রিকেটে নাইট রাইডার্সের সমর্থক, তবে ফুটবলের প্রতি তার কোনও আগ্রহ নেই। এখন লক্ষ্য বাংলার জুনিয়র দলের প্রতিনিধিত্ব করা।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

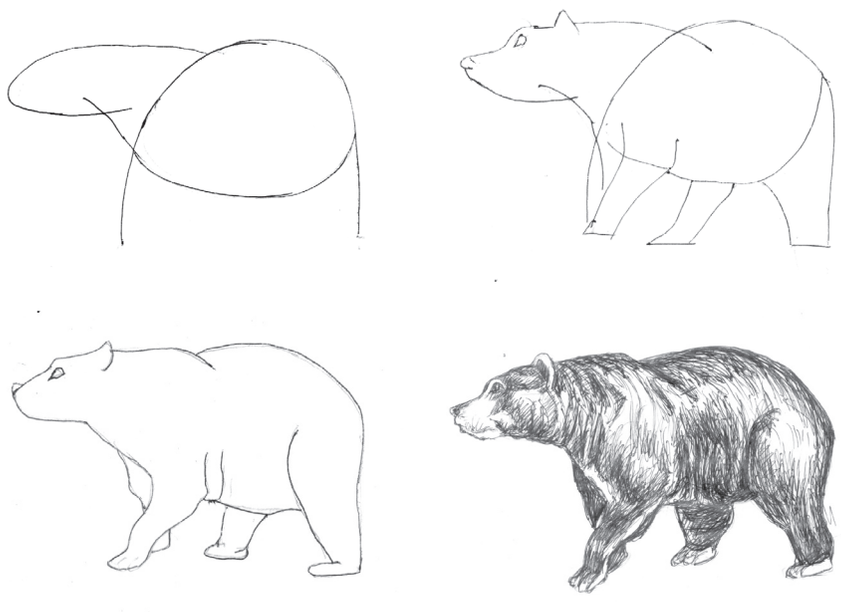

ধাঁধা

তিন অক্ষরের নাম তার
গর্ত খুঁড়তে লাগে
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
ঠান্ডা রুখতে লাগে
প্রথম অক্ষর বাদ দিতে
শক্তি ওঠে তেতে

ধাঁধা পাঠিয়েছেন দুর্গাদাস সরকার

গত সংখ্যার উত্তর

অব্যয়

উত্তর পাঠাও এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপের-এর মাধ্যমে ৬ মে থেকে ১২ মে-এর মধ্যে ৯০৬২২০১৯০৬ এই নম্বরে। পাঠাতে পার আমাদের ইমেল আইডিতে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। তোমরাও ধাঁধা পাঠাতে পার।

রাজশ্রী কয়াল, ষষ্ঠ শ্রেণি, নবচেতনা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com